আই ডি এফ
পরিক্রমা

বর্ষ-২৪, সংখ্যা-১, ইস্যু-৪৬, জানুয়ারি-জুন ২০২২

সূচিপত্র

১	**গর্ভনিং বডি ও বার্ষিক সাধারণ সভা**	২
২	**কর্মী কর্মশালা**	৩-৪
৩	**প্রচ্ছদ কাহিনী**	৫-৬
	গয়াল: জাত সংরক্ষণ, সম্প্রসারণ ও দারিদ্র্য বিমোচন	
৪	**স্বল্প পুঁজির শক্তি**	৭
	আফরোজা খাতুন এর সফলতার কাহিনী	
৫	**ভ্রমণ কাহিনী**	
	৫.১ অন্নপূর্ণায় সুবর্ণরেখা - নেপাল	৮
	৫.২ আইডিএফ মাটিরাঙ্গায় দুই দিন	৯-১০
৬	**প্রবন্ধ**	১১
	তরুণ প্রজন্মের জন্য কিছু কথা	
৭	**সংবাদ**	
	৭.১ কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ	১২-১৩
	৭.২ স্বাস্থ্য	১৪
	৭.৩ সমৃদ্ধি ও প্রবীণ	১৫-১৬
	৭.৪ কৈশোর	১৭-১৮
	৭.৫ হালদা	১৮-২২
	৭.৬ নেপালি দলের পরিদর্শন	২২
	৭.৭ অন্যান্য সংবাদ	২৩
৮	**এক নজরে আইডিএফ এর কিছু কার্যক্রম**	২৪

সম্পাদনা পরিষদ

উপদেষ্টা : এ. কে. ফজলুল বারি

সম্পাদক : জহিরুল আলম

সদস্য : মৌসুমী চাকমা
শামীম উদ দোহা
সম্পা সাহা
মোঃ খালেদ হোসেন

"দুর্গম পাহাড়ী জনপদে ও সুবিধাবঞ্চিত এলাকায় দারিদ্র্য বিমোচনের সংগ্রামে আমরা অবিচল"

ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন

গভর্নিং বডির সভা

আইডিএফ গভর্নিং বডির ১২২ ও ১২৩ তম সভা যথাক্রমে বিগত ৮ জানুয়ারি ও ১৬ এপ্রিল ২০২২ তারিখে অনলাইন (Zoom Apps) এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয়। সংস্থার সভাপতি প্রফেসর ড. মাহমুদুল আলম উভয় সভায় সভাপতিত্ব করেন। সভায় অনলাইনের মাধ্যমে অংশগ্রহণ করেন সংস্থার সহ-সভাপতি অধ্যক্ষ ড. রেজাউল কবির, নির্বাহী পরিচালক জনাব জহিরুল আলম, কোষাধ্যক্ষ জনাব জওহর লাল দাশ, অধ্যক্ষ আফরোজা খানম এবং জনাব ফারজানা রহমান। এছাড়াও ১২৩ তম গভর্নিং বডির সভায় পর্যবেক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাধারণ পরিষদ সদস্য জনাব এ. কে. ফজলুল বারি, জনাব হোসনে আরা বেগম, অধ্যাপক শহীদুল আমিন চৌধুরী, জনাব নুরুল আলম চৌধুরী ও জনাব বিভা চাকমা।

পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াতের পর নির্বাহী পরিচালক মহোদয় বিগত সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের অগ্রগতি সভায় উপস্থাপন করেন। সভায় বিভিন্ন আর্থিক পার্টনার সম্পর্কে অবহিতকরণ, বিভিন্ন ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ, ঋণ চুক্তি নবায়ন, "Improvement of Knowledge on Common Diseases through Research and Training for the Forcibly Displaced Myanmar Nationals (FDMN) in Cox's Bazar, Bangladesh" শীর্ষক ৬ (ছয়) মাস মেয়াদী প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য UT Austin (The University of Texas at Austin) ও HBB (Humanity Beyond Barriers, Inc.), USA হতে অনুদান গ্রহণ ও সংস্থার নিজস্ব তহবিল হতে ব্যয় করার অনুমোদন, পিকেএসএফ এর Promoting Agricultural Commercialization and Enterprises (PACE) প্রকল্পের আওতায় "নিরাপদ পদ্ধতিতে উৎপাদিত আনারস এবং অন্যান্য ফল শুষ্ককরণ ও বাজারজাতকরণে প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা স্থাপন" শীর্ষক ২৪ মাস (১ জানুয়ারী ২০২১ থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত) মেয়াদি ভ্যালু চেইন

উপ-প্রকল্পের আওতায় অনুদান গ্রহণ অনুমোদন, পিকেএসএফ-এর PACE প্রকল্পের আওতায় "হালদা নদীর উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও হালদা উৎসের পোনার বাজার সম্প্রসারণ" শীর্ষক ২৪ মাস (১ জানুয়ারী ২০২১ থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত) এবং Rural Microenterprise Transformation Project (RMTP) প্রকল্পের আওতায় "উচ্চ মূল্যের ফল-ফসলের জাত সম্প্রসারণ ও বাজারজাতকরণ" শীর্ষক ৩ (তিন) বছর মেয়াদি ভ্যালু চেইন প্রকল্প অনুমোদন করা হয়।

২৮তম বার্ষিক সাধারণ সভা

আইডিএফ এর ২৮তম বার্ষিক সাধারণ সভা গত ২৫-০৬-২০২২ তারিখ, শনিবার, বিকেল ৫.০০ ঘটিকায় আইডিএফ কৃষি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, মাটিরাঙ্গা, খাগড়াছড়িতে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় অনলাইন (Zoom Apps) এর মাধ্যমে সভাপতিত্ব করেন সংস্থার সাধারণ পরিষদ ও নির্বাহী

পরিষদের সভাপতি প্রফেসর ড. মাহমুদুল আলম। সভার শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জনাব মোঃ জাবের হোসেন চৌধুরী এবং পবিত্র ত্রিপিটক থেকে পাঠ করেন জেনারেল বডির সম্মানিত সদস্য জনাব লালন কান্তি চাক্‌মা। সভাপতি মহোদয় তাঁর সূচনা বক্তব্য পদ্মা সেতুর সফলতার কথা বলে শুরু করেন।

সভার কার্যক্রমের শুরুতে মাননীয় নির্বাহী পরিচালক জনাব জহিরুল আলম সংস্থার সদস্য, কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দ এবং তাদের আত্মীয়-স্বজন যারা মৃত্যুবরণ করেছেন তাদের উদ্দেশ্যে শোক প্রস্তাব পাঠ করেন। এরপর ২৭তম বার্ষিক সাধারণ সভার সিদ্ধান্ত ও বাস্তবায়ন নিয়ে আলোচনা করা হয়। সংস্থার পরিচালক (ঋণ কর্মসূচি) বার্ষিক অগ্রগতির প্রতিবেদন (জুলাই ২০২১ হতে জুন ২০২২ পর্যন্ত) উপস্থাপন করেন। মাননীয় নির্বাহী পরিচালক মহোদয় সোলার, স্বাস্থ্য কর্মসূচি, আপদকালীন তহবিল, আইডিএফ স্কুল এন্ড কলেজ, আইডিএফ কৃষি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ইন্টিগ্রেটেড ফার্ম, কৃষি ও প্রাণিসম্পদ কর্মসূচি, সমৃদ্ধি ও প্রবীণ কর্মসূচি ইত্যাদি সম্পর্কিত মাননীয় সভাপতি ও সম্মানিত জেনারেল বডির সদস্যদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরে সুচিন্তিত ও প্রজ্ঞাপূর্ণ জবাব প্রদান করেন। সংস্থার কোষাধ্যক্ষ, জেনারেল বডির সম্মানিত সদস্য ও LEAN প্রকল্পের ফোকাল পার্সন জনাব জওহর লাল দাশ LEAN প্রকল্প সম্পর্কে বলেন। উক্ত প্রকল্পের প্রজেক্ট ম্যানেজার জনাব আলো প্রিয় চাক্‌মা প্রকল্প সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্যাবলী সভায় উপস্থাপন করেন। এরপর সংস্থার পরিচালক (ঋণ কর্মসূচি) ও SEP প্রকল্পের ফোকাল পার্সন জনাব মোঃ সেলিম উদ্দীন SEP সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্যাবলী সভায় তুলে ধরেন। এরপর তিনি সংস্থার ঋণ কর্মসূচির পরিকল্পনা ও বাজেট ২০২২-২৩ উপস্থাপন করেন। পরিশেষে মাননীয় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমে সন্ধ্যা ৭.৪৫ ঘটিকায় ২৮তম বার্ষিক সাধারণ সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

সভার পরিসমাপ্তির পর সন্ধ্যা ৮.০০ ঘটিকায় জেনারেল বডির সম্মানিত সদস্যদের উপস্থিতিতে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। কণ্ঠশিল্পী ও তবলাবাদক জনাব অরুণ শর্মার নেতৃত্বে ৩ জন কণ্ঠশিল্পী তাদের অসাধারণ গায়কীতে গুণমুগ্ধ দর্শকদের মাতিয়ে রাখেন সম্পূর্ণ সঙ্গীত-সন্ধ্যায়।

কর্মী কর্মশালা - ২০২২

আইডিএফ এর মাঠপর্যায়ে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মীগণকে নিয়ে আইডিএফ এর বাৎসরিক কার্যক্রম, বিশেষ করে, ঋণ কর্মসূচি পর্যালোচনা করা সংস্থার একটি উল্লেখযোগ্য নিয়মিত কর্মসূচি। এরই ধারাবাহিকতায় গত ১৬ মার্চ ও ১৭ মার্চ রাজশাহী অঞ্চলের ৩২টি শাখার কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিয়ে কর্মী কর্মশালা এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উদযাপন রাজশাহীস্থ "আশ্রয় গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে" অনুষ্ঠিত হয়।

দুই দিনব্যাপী আয়োজিত এ অনুষ্ঠানের প্রথম দিনে আইডিএফ এর নির্বাহী পরিচালক জনাব জহিরুল আলম এর সভাপতিত্বে কর্মী কর্মশালায় সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিতি ছিলেন জনাব ড: মোহাম্মদ আহসান আলী, অধ্যাপক নৃ-বিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, নির্বাহী পরিচালক,

আশ্রয়, জনাব প্রফেসর শহীদুল আমিন চৌধুরী, প্রতিষ্ঠাতা সদস্য, আইডিএফ এবং হোসনে আরা বেগম, সাধারন পরিষদ সদস্য, আইডিএফ। আরও উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ নিজাম উদ্দিন, উপ- নির্বাহী পরিচালক, আইডিএফ এবং জনাব মোঃ সেলিম উদ্দীন, পরিচালক (ক্ষুদ্রঋণ)। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী যোনের ৪ টি এরিয়ার এরিয়া ম্যানেজারগণ, ৩২টি শাখার শাখা ব্যবস্থাপক, মাঠ কর্মী, কৃষি ও স্বাস্থ্য কর্মসূচির সহকর্মীগণ। অনুষ্ঠানে সঞ্চালকের দায়িত্ব পালন করেন জনাব মোঃ শফীকুল ইসলাম, এলাকা ব্যবস্থাপক, নাটোর এরিয়া, আইডিএফ। পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত ও গীতা পাঠের পর জাতীয় সংগীত এবং আইডিএফ কে নিয়ে রচিত সংগীতের মাধ্যমে কর্মী কর্মশালা শুরু হয়।

প্রথমে কর্মী কর্মশালায় উপস্থিত থাকার জন্য আমন্ত্রিত অতিথিদের প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে কর্মী কর্মশালা/২০২২ এর শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন জনাব বিজন কুমার সরকার, যোনাল ম্যানেজার, রাজশাহী অঞ্চল, আইডিএফ। রাজশাহী অঞ্চলে সদস্যদের আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের পাশাপাশি কৃষি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন, সৌর বিদ্যুৎসহ বিভিন্ন সেবা মূলক কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে বলে জানান। আগামীতে রাজশাহী অঞ্চলে একটি হাসপাতাল স্থাপনের মাধ্যমে দরিদ্র সদস্যদের চিকিৎসা প্রদানের আশাবাদ ব্যক্ত করেন এবং আইডিএফ রাজশাহী অঞ্চলের উন্নয়নের জন্য উপস্থিত সকল সহকর্মীকে ধন্যবাদ জানান।

অতিথিদের মধ্যে জনাব মোঃ সেলিম উদ্দীন, পরিচালক (ক্ষুদ্রঋণ) তাঁর বক্তব্যে আইডিএফ রাজশাহী অঞ্চলের সকল সহকর্মীর প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। কর্মী কর্মশালার মাধ্যমে উজ্জীবিত হয়ে সকল কর্মীকে নতুন উদ্যমে কাজ করার আহবান করেন এবং ২১/২২ অর্থ বছরের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের নিরলস ভাবে কাজ করার আহবান জানিয়ে বক্তব্য শেষ করেন।

আইডিএফ এর মাননীয় উপ-নির্বাহী পরিচালক জনাব মোঃ নিজাম উদ্দিন কর্মী কর্মশালা/২২ আয়োজনের জন্য যারা নিরলসভাবে কাজ করেছেন তাদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করেন। আগামীতে রাজশাহী অঞ্চল একটি মডেল অঞ্চল হিসেবে গড়ে উঠবে এই আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

আমন্ত্রিত অতিথিদের মধ্যে জনাব মোঃ মহসিন আলী, নির্বাহী পরিচালক, শাপলা, কর্মী কর্মশালার আয়োজনে বেশ সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। বিশেষ করে সহকর্মীদের শৃংখলাবোধ, প্রতিষ্ঠানের প্রতি ভালোবাসা এবং উর্ধ্বতনের প্রতি আনুগত্য দেখে মুগ্ধতা প্রকাশ করেন।

জনাব মোঃ হাসিনুল ইসলাম, নিবার্হী পরিচালক, সচেতন তাঁর বক্তব্যে আইডিএফ এর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। আইডিএফ এর সফলতার জন্য মঙ্গল কামনা করেন এবং নিজ প্রতিষ্ঠান সচেতন এর পক্ষ থেকে সার্বিক সহযোগিতা প্রদানের আশ্বাস প্রদান করেন।

সম্মানীত অতিথি জনাব অধ্যাপক শহীদুল আমিন চৌধুরী, প্রতিষ্ঠাতা সদস্য,আইডিএফ রাজশাহী অঞ্চলে নিজস্ব স্থানে একটি মডেল টাওয়ার স্থাপনের আশ্বাস প্রদান করেন। এছাড়া এ অঞ্চলের মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নয়নের জন্য সকল সহকর্মীকে নিরলস ভাবে পরিশ্রম করার আহবান জানান। আইডিএফ আমার,আমাকে আইডিএফ গড়তে হবে এই চেতনাকে ধারন করে আগামীতে কাজ করার আহবান জানিয়ে বক্তব্য শেষ করেন।

সম্মানিত অতিথি জনাব ড. মোঃ আহসান আলী, অধ্যাপক নৃ-বিজ্ঞান বিভাগ, ঢাবি, নির্বাহী পরিচালক, আশ্রয়, তার বক্তব্যে আইডিএফ এর বাস্তবায়িত কার্যক্রমসমূহের প্রশংসা করেন। রাজশাহী অঞ্চলে আইডিএফ এর কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সার্বিকভাবে সহযোগিতা প্রদানের আশ্বাস প্রদান করেন এবং কর্মী কর্মশালার আয়োজনে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

এরপর মাননীয় নির্বাহী পরিচালক মহোদয় উপস্থিত সকলের প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে সমাপনী বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি সকল সহকর্মীর নিজ নিজ স্থান থেকে সততা, আন্তরিকতা ও পরিশ্রমের মাধ্যমে দায়িত্ব পালনের প্রতি গুরুত্ব প্রদান করেন। প্রতিষ্ঠানের সার্বিক অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখতে নিষ্ঠার সাথে অর্পিত দায়িত্বসমূহ পালনে সচেষ্ট হওয়ার আহবান জানান। বিভিন্ন প্রতিকূল পরিবেশে প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য কঠোর পরিশ্রম করার পরামর্শ প্রদান করেন। তিনি আরও বলেন, আইডিএফ দেশের সুবিধাবঞ্চিত মানুষের জন্য কাজ করে। এ ধারা অব্যাহত রাখতে আইডিএফ এর সকল সেবা কার্যক্রম সদস্যদের দ্বারগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার জন্য যার যার স্থান থেকে দায়িত্ব পালনের মানসিকতা গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান করেন। পরিশেষে, কর্মী কর্মশালা ২০২২ সফল সমাপ্তির আশাবাদ ব্যক্ত করে তার বক্তব্য শেষ করেন।

কর্মী কর্মশালার দ্বিতীয় দিন ১৭-০৩-২০২২ ইং তারিখে আইডিএফ এর নির্বাহী পরিচালক জনাব জহিরুল আলম এর সভাপতিত্বে "জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস" উদযাপন উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল এর আয়োজন করা হয়। উক্ত আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন লসমী চাকমা, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, পবা, রাজশাহী। সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিতি ছিলেন জনাব প্রফেসর শহীদুল আমিন চৌধুরী, প্রতিষ্ঠাতা সদস্য, আইডিএফ এবং হোসনে আরা বেগম, সাধারণ পরিষদ সদস্য, আইডিএফ। প্রধান অতিথি "জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস" উদযাপন উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠানের আয়োজন করায় আইডিএফ কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ প্রদান করেন। আইডিএফ এর সকল কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে সর্বাত্মক সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করেন।

সম্মানিত অতিথিবৃন্দ "জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস" উপলক্ষ্যে বিশদ আলোচনা করেন। "জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস" উপলক্ষ্যে আলোচনা ও দোয়া মাহফিল শেষে অতিথিবৃন্দকে সাথে নিয়ে কেক কাটেন আইডিএফ এর নির্বাহী পরিচালক জনাব জহিরুল আলম। তিনি অনুষ্ঠানে উপস্থিত হওয়ার জন্য প্রধান অতিথি ও সম্মানিত অতিথিবৃন্দসহ সকলকে ধন্যবাদ প্রদান করেন। এরপর বিগত সময় যারা শাখার জন্য, আইডিএফ এর জন্য নিরলসভাবে পরিশ্রম করে গেছেন তাদের পরিশ্রমের স্বীকৃতি স্বরুপ মাননীয় নির্বাহী পরিচালক মহোদয় বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে পুরস্কার প্রদান করেন। শ্রেষ্ঠ কর্মীর পুরস্কার লাভ করেন যৌথভাবে ১। জামালউদ্দিন, নাটোর শাখা; (২) শাহীন, রহনপুর শাখা; (৩) মিঠুন কর্মকার, নলডাঙ্গা শাখা; (৪) মামুন অর রশিদ, রাজশাহী শাখা; (৫) আমিনুল ইসলাম, নলডাঙ্গা শাখা এবং (৬) আব্বাশ আলী, রাজশাহী শাখা। শ্রেষ্ঠ শাখা ব্যবস্থাপকের পুরস্কার লাভ করেন জনাব মোঃ মহসিন আলী, নলডাঙ্গা শাখা এবং শ্রেষ্ঠ শাখার পুরস্কার লাভ করে রহনপুর শাখা।

সমাপনী বক্তব্যে মাননীয় নির্বাহী পরিচালক মহোদয় আইডিএফ রাজশাহী অঞ্চল কর্তৃক আয়োজিত কর্মী কর্মশালার সফল আয়োজনে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানান। প্রতি বছর কর্মী কর্মশালা আয়োজনের ব্যবস্থার উদ্যোগ গ্রহণ করতে বলেন। এছাড়াও সকল উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদেরকে আইডিএফ এর কার্যক্রমকে বেগবান ও গতিশীল করার জন্য নিরলস ভাবে কাজ করার আহবান জানান। আইডিএফ এর সেবা সদস্যদের দোরগোড়ায় পৌছে দেওয়ার লক্ষ্যে প্রত্যেক সহকর্মীকে যার যার অবস্থান থেকে দায়িত্ব পালনের মানসিকতা গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান করেন। পরিশেষে উপস্থিত সকলের সমবেত কণ্ঠে **'আমরা আইডিএফ করি, আমারা আইডিএফ গড়ি'** এই শ্লোগানের মধ্যদিয়ে কর্মী কর্মশালা ২০২২ইং এর পরিসমাপ্তি ঘটে।

এছাড়াও কর্মী কর্মশালায় ১৭ই মার্চ ২০২২ইং আইডিএফ স্বাস্থ্য কর্মসূচীর পক্ষ থেকে ব্লাড গ্রুপিং ক্যাম্প, প্রাথমিক চিকিৎসা সেবা এবং ডায়াবেটিক পরীক্ষা ও বিভিন্ন রোগের পরামর্শ প্রদান করা হয়। সর্বমোট ৬৪ জনের ব্লাডগ্রুপ পরীক্ষা করা হয় ও ৪৬ জনের ডায়াবেটিক পরীক্ষা করা হয় এবং ৩৬ জন কে প্রাথমিক চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয় । উক্ত কর্মী কর্মশালায় আইডিএফ স্বাস্থ্য কর্মসূচীর স্টল পরিদর্শন করেন মাননীয় নির্বাহী পরিচালক জনাব জহিরুল আলম ও স্বাস্থ্য পরিচালক হোসনে আরা বেগম, আইডিএফ প্রতিষ্ঠাতা সদস্য শহিদুল আমিন চৌধুরী এবং হেলথ কো-অর্ডিনেটর। এসময় সংস্থার উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ ও সকল প্যারামেডিক উপস্থিত ছিলেন ।

প্রচ্ছদ কাহিনী

- ডা. মং সিং নু মারমা

'চিটাগাং বাইসন'-খ্যাত বন্যগরু বা গয়াল(Bos frontalis) IUCN-ভুক্ত বিলুপ্তপ্রায় একটি প্রজাতি। তবে গয়ালের মাংসের উপকারী পুষ্টিগুণ বেশি থাকায় এবং ক্ষতিকর পুষ্টি উপাদান কম থাকার কারণে গয়ালের মাংসের প্রতি মানুষের আস্থা বৃদ্ধি পাওয়ায় বর্তমানে বাংলাদেশে গয়ালের জনপ্রিয়তা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এমনকি কোরবানির সময়ও গয়ালের যথেষ্ট চাহিদা থাকে। তাছাড়া গয়ালের গোবর ব্যবহার করে ভার্মিকম্পোস্ট বা কেঁচো সার উৎপাদন করা যায়। গয়াল লালন পালনের মাধ্যমে তাই একদিকে যেমন মাংসের চাহিদা পূরণ সম্ভব, তেমনি আর্থিক সচ্ছলতা বৃদ্ধি এবং নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টিও সম্ভব। তাই গয়ালের এ সম্ভাবনাকে মাথায় রেখে আইডিএফ পিকেএসএফ এর সহায়তায় বন্যগরু বা গয়াল এর জাত সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও খামার পর্যায়ে পালনের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন প্রকল্প হাতে নিয়েছে। তাই গয়াল নিয়ে আমাদের এ সংখ্যার প্রচ্ছদ কাহিনী। এ সংখ্যার প্রচ্ছদ কাহিনী লিখেছেন ডা. মং সিং নু মারমা, ভেটেরিনারি অফিসার, কৃষি উন্নয়ন বিভাগ, আইডিএফ।

গয়াল: জাত সংরক্ষণ, সম্প্রসারণ ও দারিদ্র্য বিমোচন

গৃহপালিত গরুর সাথে বন্য গাউর (*Bos gaurus*)-এর সংমিশ্রণে বিবর্তনের ধারায় বন্যগরু বা গয়ালের উৎপত্তি। ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর কনজারভেশন অব নেচার (আইইউসিএন) গয়ালকে Endangered (EN) ঘোষণা করেছে। বাংলাদেশের পূর্বাঞ্চল, উত্তর মিয়ানমার, ভূটানের পার্বত্য অঞ্চলসহ পূর্ব ভারত, উত্তর-পশ্চিম চীনে গয়ালের অবস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। পরিকল্পিত প্রজনন ব্যতিরেকেই বন্য পরিবেশে মুক্ত অবস্থায় গয়ালের বিচরণ। বর্তমানে বাংলাদেশের বান্দরবান জেলার পার্বত্য এলাকায় গয়াল পাওয়া যায়। পাহাড়ি এলাকায় বসবাসরত ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠীর কাছে গয়াল মূলত বলিদানযোগ্য প্রাণী এবং সামাজিক প্রতাপশীলতার প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

অন্যান্য প্রাণীর তুলনায় গয়াল অত্যন্ত দক্ষতার সাথে খাড়া পাহাড়ি এলাকায় চড়ে বেড়াতে পারে। গয়ালকে মূলত মাংসের জন্য পালন করা হয়ে থাকে। বিভিন্ন সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে মূল আকর্ষণ হিসেবেও গয়াল পালন করা হয়। ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের উপজাতিদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিক জীবনের সাথে বন্যগরুর এই প্রজাতিটি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। উত্তর-পূর্ব ভারত এবং ভূটানের কিছু মিল্ক পকেট এলাকায় গয়াল-গরুর সংকর জাতকে দুধ উৎপাদনে ব্যবহার করা হয়। বস্তুত গয়ালের দুধে গৃহপালিত গাভীর ও মহিষের দুধের মতই প্রোটিন এবং ফ্যাটের পরিমাণ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে পাওয়া যায়। গয়ালের চামড়া ব্যবহার করে উন্নতমানের চামড়াজাত পণ্য উৎপাদন করা যায়।

১৯৮৫ সালে বাংলাদেশে প্রথমবারের মত গয়াল নিয়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণার কাজ শুরু হয়। ১৯৯০ সালে বাংলাদেশ লাইভস্টক রিসার্চ ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই) বন্যগরু বা গয়াল-এর জাত সংরক্ষণ, উন্নয়ন কর্মসূচি শুরু করে। বান্দরবানের নাইক্ষ্যংছড়িতে গয়ালের কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র স্থাপিত হলেও অব্যবস্থাপনা এবং পৃষ্ঠপোষকতা, কর্মচারী সংকট ও প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দের অভাবে প্রকল্পটি প্রায় মুখ থুবড়ে পড়েছে। ডুলাহাজরা সাফারি পার্কে সফলভাবে গয়ালের কৃত্রিম প্রজনন করা হয়েছিল।

পরিচিতি

গাউর (*Bos gaurus*)-এর গৃহপালিত প্রকরণ হল বন্যগরু বা গয়াল (*Bos frontalis*)। বাংলাদেশে এই প্রাণী চিটাগাং বাইসন নামেও পরিচিত এবং ভারতে পরিচিত মিথুন নামে। চীনের ইউনান প্রদেশের দুলং ও নিজিয়াঙ নদীর উপত্যকা ও সংলগ্ন পাহাড়ী এলাকায় গয়াল দেখা যায়। সেখানে এরা দুলং গরু নামে পরিচিত। তবে গয়াল বন্যগরুর একটি প্রকরণ কিনা তা নিয়ে বৈজ্ঞানিকদের মাঝে যথেষ্ট মতভেদ আছে। পৃথিবী জুড়ে প্রাপ্ত বন্যগরুর পরিবার বোভিডি (Bovidae)-এর মধ্যে গাউর শারীরিকভাবে সবচেয়ে বড় প্রজাতি। গাউর-এর সাথে গৃহপালিত গরুর সংমিশ্রণের ফলে গয়াল-এর উৎপত্তি। আমাদের সাধারণ গৃহপালিত গরুর মত দেখায় বিধায় একে বন্যগরু বলা হয়।

শারীরিক বিবরণ

শরীর এবং মাথার সাধারণ দৈর্ঘ্য ২.৫ থেকে ৩.৩ মিটার; লেজের দৈর্ঘ্য ০.৭ থেকে ১.০৫ মিটার পর্যন্ত। কাঁধের উচ্চতা ১.৬৫ থেকে ২.২ মিটার। উভয় লিঙ্গের মধ্যে একজোড়া শিং থাকে; শিং-এর দৈর্ঘ্য ০.৬ থেকে ১.১৫ মিটার পর্যন্ত। গয়ালের লোম গাঢ় লালচে বাদামী থেকে কালো বাদামী, চারটি পায়ে সাদা স্টকিং থাকে। প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ গয়াল মহিলা গয়ালের তুলনায় শতকরা প্রায় ২৫% বড় এবং ভারী হয়। কাঁধের উপরে উত্থাপিত পেশীগুলির একটি বৈশিষ্ট্যযুক্ত কুঁজ দেখা যায়; এটি মেরুদণ্ডের লম্বাকার স্পাইনাল প্রসেস থাকার কারণে হয়।

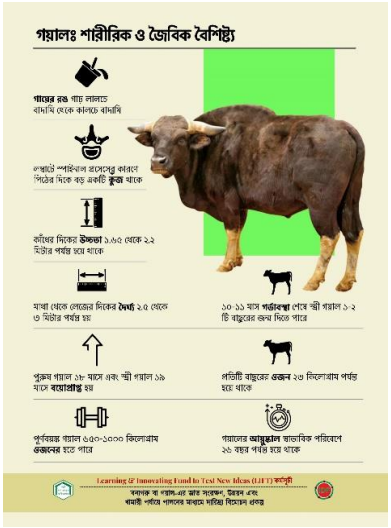

প্রজনন বৈশিষ্ট্য

বছরের যেকোন সময় গয়াল প্রজনন করতে পারে। তবে একটি পূর্ণবয়স্ক স্ত্রী গয়ালের দুইটি বাছুর প্রসবের মাঝে সাধারণত ১২ থেকে ১৫ মাসের বিরতি থাকে। স্ত্রী গয়াল ২ থেকে ৩ বছরের মধ্যে বয়োপ্রাপ্ত হয়। স্ত্রী গয়ালের রজঃচক্র সাধারণত ২১ দিনের হয় এবং ইস্ট্রাস অবস্থা থাকে ১ থেকে ৪ দিন ধরে। প্রসবের সময় কাছে ঘনিয়ে আসলে একটি গর্ভবতী স্ত্রী গয়াল দল থেকে আলাদা হয়ে যায়। ২৭০ থেকে ২৮০ দিনের গর্ভকাল পেড়িয়ে একটি সুস্থ সবল স্ত্রী গয়াল ২৩ কিলোগ্রাম ওজনের গয়াল বাছুরের জন্ম দিতে পারে। জন্মাবস্থায় গয়ালের বাছুরের লোমের রঙ লালচে বাদামি হয়ে থাকে। বয়োবৃদ্ধির সাথে সাথে লোমগুলো গাঢ় বাদামি রঙ ধারণ করে। মা গয়াল তার বাছুরকে

সর্বোচ্চ নয় মাস পর্যন্ত দুধ খাওয়ায়। সাধারণত ৪ থেকে ৫ মাসের মধ্যেই বাছুর তার মায়ের দুধ ছেড়ে দেয়। নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে একটি সুস্থ গয়াল ২৬ বছর পর্যন্ত বাঁচতে পারে।

খাদ্যাভ্যাস

গয়াল তৃণভোজী প্রাণী। এরা একই সাথে ব্রাউজার এবং গ্রেজার। ব্রাউজার বলতে বোঝায় মাটি থেকে ওপরে গাছের ডালের পাতা, ফল ইত্যাদি সংগ্রহ করে খাওয়া এবং গ্রেজার বলতে বোঝায় মাটিতে থাকা ঘাস, গুল্ম ইত্যাদি খাওয়া। গয়াল মূলত সবুজ ঘাস পছন্দ করে। তবে কাঁচা ঘাসের অপ্রতুলতার সময় এরা খড়, পাতা ইত্যাদিও খেতে পারে।

গয়াল মাংসের পুষ্টিগুণ

২০২১-২০২২ অর্থবছরে প্রাণিজ আমিষের চাহিদা ছিল ব্যাপক। প্রয়োজনীয় অ্যামাইনো এসিড এবং বিভিন্ন ধরণের মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট সমূহের চাহিদা মেটাতে প্রাণিজ আমিষের উৎস হিসেবে মাংস অতীব জরুরী উপকরণ। তুলনামূলকভাবে বন্যগরু বা গয়ালের মাংস সাধারণ গরুর মাংসের তুলনায় অধিক পুষ্টিগুণসম্পন্ন ও নিরাপদ। ফুড সেফটির পাশাপাশি মানুষ আজ খাদ্যভ্যাস এবং পুষ্টি চাহিদা ভিত্তিক উপযোগের প্রতি মনোযোগ দিচ্ছে। সাথে সাথে খাদ্যের পুষ্টিগুণ ও মানের দিকেও দৃষ্টি দিচ্ছে। সচেতনতা বৃদ্ধির সাথে তাল মিলিয়ে, মানসম্মত খাদ্য নির্বাচন করার ঝোঁকও বৃদ্ধি পাচ্ছে। মাংসের কার্যকারিতা এবং পুষ্টিগুণের মান বোঝার জন্য উক্ত মাংসের রাসায়নিক গঠন জানা অতীব জরুরী। প্রাণিজ আমিষের মাথাপিছু চাহিদা মেটাতে গয়ালের মাংস একটি অনন্য উৎস হতে পারে। নিচে গয়ালের মাংসের পুষ্টিগুণের সংক্ষিপ্ত একটি ছক উপস্থাপন করা হল।

ক্র. নং	*বিবরণ*	*একক*	*গরু*	*মহিষ*	*গয়াল*
০১.	প্রোটিন	গ্রাম	১৯.০৫	২০.৩৯	২৩.৮৭
০২.	মায়োগ্লোবিন	মি.গ্রা/গ্রাম	৩.০-৫.০	৪.০-৬.০	৫.১৯
০৩.	ফ্যাট	গ্রাম	১০.১৯	১.৩৭	০.৬৬
০৪.	শক্তি	কিলো ক্যালরি	৯৯	১৭৩	১০৪.৩৮
০৫.	চূড়ান্ত pH	-	৫.৪৭	৫.৫৬	৫.৭৮
০৬.	পানি	গ্রাম	৬৯.৩৮	৭৬.৩০	৭৩.৬৬
০৭.	পানি ধারণ ক্ষমতা	%	৩৭	১৫.৩৩	৩১.৩৮

গয়াল সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণে আইডিএফ-এর প্রচেষ্টা

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)-এর LIFT-কর্মসূচির আওতায় পিকেএসএফ এবং ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (আইডিএফ)-এর যৌথ উদ্যোগে তিন বছর মেয়াদী একটি বিশেষ প্রকল্প "বন্যগরু বা গয়াল (*Bos frontalis*)-এর জাত সংরক্ষণ, উন্নয়ন এবং খামার পর্যায়ে পালনের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন প্রকল্প"-এর কার্যক্রম বিগত ০১ মার্চ ২০২০ ইং থেকে চলমান আছে। গয়াল প্রজাতির জাত সংরক্ষণ, সাধারণ খামারিদের মাঝে গয়াল পালনে উৎসাহ সৃষ্টি এবং দারিদ্র্য বিমোচনের পাশাপাশি বিলুপ্তপ্রায় একটি প্রজাতিকে বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করার উদ্দেশ্য নিয়ে সফলতার সাথে এই কার্যক্রম অব্যাহত আছে।

ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশনের তত্ত্বাবধানে বর্তমানে চট্টগ্রামের সীতাকুন্ড উপজেলার উত্তর সলিমপুরে স্থাপিত 'আইডিএফ গয়াল সংরক্ষণ খামার'-এ ০৯টি এবং খাগড়াছড়ি জেলার মাটিরাঙ্গা উপজেলার রসুলপুরে অবস্থিত আইডিএফ সমন্বিত খামারে ০৭টি গয়াল প্রতিপালিত হচ্ছে। এছাড়াও, চট্টগ্রাম জেলায় আইডিএফ-এর এমচরহাট শাখায় বর্তমানে মোট ০৫ জন খামারির মাঝে মোট ১০টি গয়াল বিতরণ করা হয়েছে। এই উপকারভোগীর সংখ্যা তিন বছর মেয়াদে লক্ষ্যমাত্রা মোট ৩০ জন। গয়াল পালনে খামারিদের বাস্তবসম্মত কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এই পর্যন্ত উক্ত প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণও প্রদান করা হয়েছে।

গ্রামীণ জনপদে গয়াল সম্পর্কে পর্যাপ্ত প্রেষণা, প্রশিক্ষণ, প্রদর্শনীসহ যাবতীয় সেবা প্রদান করা সম্ভব হলে মাংস উৎপাদন বৃদ্ধিসহ এই প্রজাতিটিকে বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করা যাবে। অধিকন্তু টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG) পূরণেও গয়াল সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

স্বল্প পুঁজির শক্তি

- মোঃ আব্দুর রাজ্জাক

গ্রামীণ দরিদ্র পরিবার যারা বিভিন্ন পেশার মাধ্যমে নিজেদের জীবন নির্বাহ করে আসছেন, তাদেরকে স্বল্প পুঁজির সহায়তা দিলে, তারা তাদের মেধা এবং পরিশ্রম দিয়ে সে পেশাকে অধিকতর বিনিয়োগযোগ্য এবং বিস্তৃত করে আয়ের পরিমাণকে বাড়িয়ে দিতে সক্ষম। পরিশ্রমী এ সকল মানুষকে আইডিএফ ক্রমাগতভাবে পুঁজির সহায়তা দিয়ে যাচ্ছে। আর আইডিএফ এর এই পুঁজির সহায়তায় অসংখ্য দরিদ্র মানুষ নিজেদের দারিদ্রতার বেষ্টনী থেকে মুক্ত করে তাদের আর্থ সামাজিক অবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম হয়েছে। এমনই একজন সদস্যার সফল উদ্যোগের কথা লিখে পাঠিয়েছেন রহনপুর শাখার শাখা ব্যবস্থাপক মোঃ আব্দুর রাজ্জাক।

আফরোজা খাতুন এর সফলতার কাহিনী

চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার গোমস্তাপুর উপজেলার কলকলিয়া গ্রামের মোসাঃ আফরোজা খাতুন। কৃষক বাবার দুই সন্তানের মধ্যে সবার ছোট আফরোজা খাতুন। ক্ষুধা, দারিদ্রতা, অভাব অনটনের মধ্যে বেড়ে ওঠা মোসাঃ আফরোজা খাতুন এর ইচ্ছা ছিল লেখা পড়া করার। কিন্তু কৃষক বাবার পক্ষে সম্ভব হয়নি মোসাঃ আফরোজা খাতুনকে লেখা পড়া করানো। মাত্র ১৫ বছর বয়সে একই গ্রামের কৃষি শ্রমিক মোঃ তারেক আলী এর সাথে বিয়ে দিয়ে দেন মেয়েকে। অভাবের মধ্যে বেড়ে উঠা আফরোজা খাতুন স্বপ্ন দেখতে থাকে নিজের সংসার নিয়ে। শ্রমজীবী স্বামীর সংসারে আফরোজা খাতুন এর কোল জুড়ে প্রথম সন্তান আসে বিয়ের ১ বছরের মাথায়। তখন আফরোজা খাতুন এর স্বামীর তেমন আয় ছিলনা। এরই মধ্যে দ্বিতীয় সন্তানের জন্ম হয়। দুই সন্তান নিয়ে সংসার জীবন বেশ কষ্টের মধ্যে দিয়ে চলতে থাকে। তার স্বামীর পক্ষে সংসারের প্রয়োজন মেটানো বেশ কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়। সংসারের অভাব দেখে আফরোজা খাতুন নিজে কিছু করার চিন্তা করেন। স্বামীর সাথে আলোচনা করে গরু লালন পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। কিন্তু কৃষক স্বামীর পক্ষে যেখানে সংসার চালানো কষ্টকর, সেখানে গরু ক্রয় করার টাকা জোগাড় করা ছিল অসম্ভব ব্যাপার। কিন্তু আফরোজা খাতুন এর অদম্য ইচ্ছাশক্তি ও প্রেষণা ছিল পুঁজি সংগ্রহের জন্য।

এমতাবস্থায় এক প্রতিবেশীর মাধ্যমে জানতে পারেন আইডিএফ-এর কথা। আইডিএফ এর সহজ শর্তে বিনা জামানতে ঋণ প্রদানের কথা স্বামীকে জানান আফরোজা খাতুন। এরপর স্বামীর ইচ্ছায় আফরোজা খাতুন আইডিএফ এর রহনপুর শাখার ১০৩/ম কলকলিয়া কেন্দ্রে গিয়ে সমস্ত নিয়ম-কানুন জেনে সদস্য হিসাবে ৩০/১০/২০১৮ইং তারিখে ভর্তি হন। যার ঋণী নং ০৭২-১০৩-০৩৭১০।

প্রথম দফায় ১৩-০২-২০১৯ ইং তারিখে ২০,০০০/- টাকা নিয়ে ছোট একটি গাভী গরু ক্রয় করেন। মাঠের কাচা ঘাস, লতা-পাতা, ভাতের মাড়, তরকারীর উচ্ছিষ্ট অংশ-এ জাতীয় খাবার খাইয়ে গরু লালন-পালন করতে থাকেন। কৃষক স্বামীর উপার্জন দিয়ে সাপ্তাহিক কিস্তি ও সঞ্চয় দিয়ে কোন মতে সংসার চলতে থাকে। সময়মত খাদ্য খাওয়ানো ও যত্নে ৪ মাসেই গরু বাচ্চা দেয়। প্রতিদিন তার দুধ বিক্রি করে গরুর খাবার ক্রয় করার পরও তার লাভ থাকে। এবার সে স্বপ্ন দেখে আরো গরু ক্রয় করার।

দ্বিতীয় দফায় ০২/০৯/২০১৯ ইং তারিখে সে আবার গরু ক্রয় উদ্দেশ্য ৪০,০০০/- টাকা ঋণ নেন এবং গরু ক্রয় করেন। আস্তে আস্তে তাদের সংসারে সচ্ছলতা দেখা দিতে থাকে। তৃতীয় দফায় ০২/০২/২০২০ইং তারিখে ৪০,০০০/- টাকা ঋণ নিয়ে আরও ১ টি গরু ক্রয় করেন। সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে আফরোজা খাতুন এর গরু পালন সফলতার সাথে চলতে থাকে। দুই সন্তান ও কৃষক স্বামী নিয়ে আফরোজা খাতুন তখন অনেকটাই স্বাবলম্বী। এবার তিনি স্বপ্ন দেখতে থাকেন একটি খামার গড়ে তোলার। চতুর্থ দফায় ০৯/০৮/২০২০ইং তারিখে ৮০,০০০/- টাকা ঋণ নিয়ে আরো গরু ক্রয় করে ছোট আকারে খামার গড়ে তোলেন। ক্ষুধা, দারিদ্রতা ও অভাবের কারণে যে আফরোজা খাতুনের জীবন ছিল অতিষ্ঠ, সেই আফরোজা খাতুন বর্তমানে খামারীর মডেল। এরপর পঞ্চম দফায় ৩১/০১/২০২১ইং তারিখে ৪০,০০০/- টাকা এবং ষষ্ঠ দফায় ০৯/০৬/২০২১ইং তারিখে ২,০০,০০০/- টাকা ঋণ নিয়ে তার গরুর খামারে বিনিয়োগ করেন।

সর্বশেষ সপ্তম দফায় ১৮/০৫/২০২২ ইং তারিখে ৫,০০,০০০/- টাকা ঋণ নিয়ে আরো গরু ক্রয় করেন। বর্তমানে শাহানাজ বেগমের গরুর খামারে ১৫ টি গরু রয়েছে। উন্নত জাতের হাঁস রয়েছে ২০ টি। হাঁসগুলো প্রতিদিন ১৫-১৭ টি ডিম দেয়, যার বাজার মূল্য ১৮০-২০০ টাকা। গরু ছাড়াও তার তিনটি ছাগল আছে। আফরোজা খাতুন নিজেই সব দেখাশোনা করেন। ঋণের টাকা দিয়ে কেনা গরু থেকে আজ তার ১৫টি গরু। বর্তমানে যার বাজার মূল্য প্রায় ১৭,৫৫,০০০/- টাকা। খামার থেকে উপার্জিত আয় দিয়ে তিনি বাড়ি করেন, যার বর্তমান বাজারমূল্য প্রায় ১২,০০,০০০/- টাকা। এছাড়াও বাড়িতে ১৫-২০টি দেশী মুরগি লালন-পালন করেন। পাশাপাশি বাড়ির আশেপাশে, চালে, মাচায় মৌসুমী শাক-সবজি চাষ করেন। সংসারের চাহিদা মিটিয়ে শাক-সবজি স্থানীয় বাজারে বিক্রি করেও বাড়তি আয় করেন তিনি। আইডিএফ-এর কৃষি ও প্রাণী সম্পদ বিভাগ থেকে গরু, ছাগল, হাঁস-মুরগি ও শাক-সবজি চাষে প্রয়োজনীয় পরামর্শ পেয়ে থাকেন। আফরোজা খাতুনের গরুর খামার থেকে বর্তমানে প্রতি মাসে গড়ে ৪০,০০০-৫০,০০০/- টাকা আয় হয়। খামার থেকে অর্জিত আয় দিয়ে ২ বিঘা জমিও ক্রয় করেন।

আফরোজা খাতুন এর দুই সন্তানের মধ্যে বড় মেয়ে পড়াশুনা করছে। নিজের অপূর্ণ ইচ্ছা থেকে তিনি ছেলেমেয়েদের সুশিক্ষিত করে গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখেন। ক্ষুধা, দারিদ্রতা ও অভাবে জর্জরিত আফরোজা খাতুন আজ সফল খামারী। গ্রামের অনেক মহিলা হাঁস-মুরগির ও গরু লালন-পালন সংক্রান্ত পরামর্শ নিতে তার কাছে আসেন। এক সময়ের চরম দরিদ্র আফরোজা খাতুন আইডিএফ এর সংস্পর্শে এসে দারিদ্রতাকে জয় করেন। তার বর্তমান সফলতার পেছনে সবচে বড় অবদান আইডিএফ এর। তাই তিনি আইডিএফ এর প্রতি গভীর ভালোবাসা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। আইডিএফ এর সহযোগিতায় নিজের খামার কে আরও বৃদ্ধি করা, একটি বড় খামার গড়ে তোলা এবং খামারে অসহায় নারীদের কাজের সুযোগ দেয়াই আফরোজা খাতুন এর স্বপ্ন।

ভ্রমণ কাহিনী

-নাজমাতুল আলম

চট্টগ্রাম নিবাসী নাজমাতুল আলম এর পেশাগত জীবন শিক্ষকতা হলেও কর্মক্ষেত্রের ব্যস্ততা ও সংসার সামলে তিনি নিরন্তর যে তাড়নায় ছুটে চলেছেন তা'হল লেখা। তিনি চট্টগ্রাম কলেজ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় যথাক্রমে স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। পরবর্তী সময়ে তিনি বি.এড. ডিগ্রিও অর্জন করেন। সাহিত্যের পাশাপাশি তার প্রিয় বিষয় ইতিহাস। নাজমাতুল আলমের সাবলীল ভাষা এবং লেখার বিষয়-বৈচিত্র্য পাঠকমহলে সমাদৃত। ছোট গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা আর ছড়ার পাশাপাশি লেখার মাধ্যমে গড়েছেন শিশুদের জন্য অনন্য এক জগৎ। শিশুতোষ লেখা ছাড়াও ২০১২ সালে 'পাহাড়ে অরণ্যে কত জনপদে" শীর্ষক তাঁর একটি ভ্রমণকাহিনী প্রকাশিত হয়। লেখার পাশাপাশি তাঁর রয়েছে দেশে-বিদেশে ভ্রমণের নেশা। তাঁর সেসব ভ্রমণ কাহিনীর বিভিন্ন পর্ব বিভিন্ন সময়ে দেশের স্বনামধন্য পত্রিকাসমূহে প্রকাশিত হয়েছে। ২০১৫ সালে প্রকাশিত 'সেই সময় এই সময়' নামক স্মৃতিকথার সংকলন এ আইডিএফ এর বোর্ড মেম্বারদের সাথে ২০১৪ সালের ডিসেম্বরে নেপাল ভ্রমণের একটি স্মৃতিকথা উল্লেখ করেন। বইটির কিছু অংশ পরিক্রমার এ সংখ্যায় তুলে ধরা হল। উল্লেখ্য তিনি আইডিএফ এর সাধারণ পরিষদ ও নির্বাহী পরিষদের সভাপতি প্রফেসর ড. মাহমুদুল আলমের সহধর্মিণী।

অন্নপূর্ণায় সুবর্ণরেখা - নেপাল

পরদিন ভোর ৪:৩০ টায় সারাংকোট যাবো সুর্যোদয় দেখতে। সেখানে অন্নপূর্ণার মাথায় পড়বে প্রথম সোনার ছটা। ঠিক সাড়ে ৪টায় অন্ধকার থাকতেই আমরা সবাই গরম জামাজুতো পরে ট্যুরিস্ট কোস্টারে রওয়ানা দিলাম সারাংকোটের উদ্দেশ্যে। অন্নপূর্ণা দেখতে হলে সারাংকোট উঠতে হবে। এটার উচ্চতা ১৫৯২ মিটার। আবহাওয়া ভালো থাকলে হিমালয় পর্বতমালার ঐশ্বরিক সৌন্দর্য অবলোকন করা যায়।

অন্ধকারে কিছুই দেখা যায় না। বড় বড় পাথরের স্ল্যাব দিয়ে সিঁড়ি। বাঁ পাশে গভীর খাদ। দিদি পাহাড়ের মানুষ তার হাতে টর্চ। তিনি তড়তড়িয়ে উঠতে লাগলেন। তার পেছনে আফরোজা আর আমি। একসময় উপরে উঠে এলাম। কিছুটা সমতল। কারো বাড়ি মনে হয়। দু'তিনটা টেবিল-বেঞ্চ পাতা রয়েছে। বিনা অনুমতিতে আমরা সবাই বসে পড়লাম। এতক্ষণ পর যেন শ্বাস নেবার অবকাশ মিলল। এটা স্থানীয় নেপালি রমেশের বাড়ি। মা-বউ-ছেলেমেয়ে নিয়ে সে এই পাহাড়েই বাস করে। যারা অন্নপূর্ণা দেখতে আসে তাদের চা-কফি দিয়ে আপ্যায়ন করে। চা খেয়ে আমরা অপেক্ষা করতে লাগলাম। কিছু পরে এলো সেই আকাঙ্ক্ষিত মুহূর্তটি। আমাদের সামনে অন্ধকারে অন্নপূর্ণার শুভ্রতা। পেছনের পাহাড়ে সূর্যদেবের আবির্ভাব। সেই হিরন্ময় আলোকে অন্নপূর্ণার শিরোদেশ যেন ঝলমল করে উঠল। অন্নপূর্ণা ১, অন্নপূর্ণা ২, মাঝখানে বরফহীন মাছা পুছ্রের উদ্বত শৃঙ্গ। তারপর অন্নপূর্ণা ৩। সম্পূর্ণ রেঞ্জটা উদ্ভাসিত হয়ে যেন চোখ ধাঁধিয়ে দেয়।

পুরো নিসর্গ জুড়েই এক অপার্থিব দৃশ্য। না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। হিমালয়ে এসে কেন মানুষ সাধু সন্ন্যাসী হয় এখন তা বুঝতে পারছি। অনেক নিচে, নদীর পাড়ে, পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে পুরো শহরটা আস্তে আস্তে দৃশ্যমান হতে লাগলো। কত উঁচুতে আছি অথচ একটুও ক্লান্তি লাগছে না। মনে হয় থেকে যাই আরো কিছুক্ষণ। এই বিশাল পরিব্যাপ্ত বিশ্ব চরাচর- মানুষের সৌন্দর্যপিপাসু মনকে চিরকাল ধরে আনন্দ দিয়ে আসছে। মানবজগতের জন্য বিধাতার কী অপূর্ব সৃষ্টি! কী অসীম রহস্য! কী অসীম করুণা!! স্তব্ধ বিস্ময়ে আমরা শুধু দেখছিলাম। অনেকক্ষণ সেখানে বসে রইলাম আমরা। তারপর একসময় নিচে নেমে এলাম। সারাপথ হিমালয়ের শুভ্র পাহাড়শ্রেণী আমাদের সাথে সাথে নামতে থাকে।

পরদিন ভোর ভোর সকালে পোখরা ছেড়ে আবার কাঠমুন্ডুর ফিরতি পথ। এবার পাহাড় বেয়ে উপরে ওঠা। কোন গাড়ির হর্ণ নেই, কোন ধাক্কাধাক্কি নেই। সেই দুর্গম পাহাড়ি পথ, যতদূর দৃষ্টি যায় আদিগন্ত ধবল গিরির সীমারেখা। মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখি। এই অসীমের সন্ধানেই মানুষের বেরিয়ে পড়া। রাতে ছিল নৈশভোজের আয়োজন। নেপালিদের অভ্যর্থনা যেমন সুন্দর, বিদায়ের আয়োজনও তেমনি চমৎকার। সিএসডি'র প্রধান শংকর মান শ্রেষ্ঠার ব্যবস্থাপনায় অত্যন্ত আকর্ষণীয়ভাবে আইডিএফ এর অতিথিদের বিদায় সংবর্ধনা জানানো হলো। নৈশভোজের শুরুতেই নেপালি রীতিতে প্রথমে উৎসর্গকৃত হলো মহাভারতে উল্লেখিত চরিত্র মহাশক্তিধর দ্বিতীয় পান্ডব ভীমসেনের জন্য প্রার্থনা নৃত্য। নেপালিদের কাছে ভীম হচ্ছেন

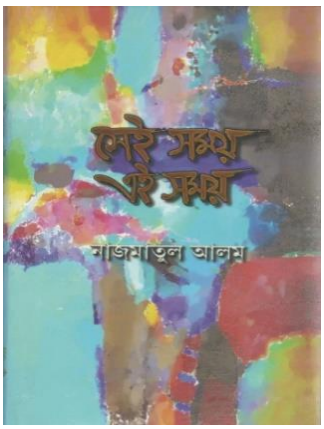

একজন হিরো। তারপর একে একে কাল ভৈরব নৃত্য-ময়ূর নৃত্য-কাঠি নৃত্য, হস্তি নৃত্য প্রদর্শনের মাধ্যমে নৈশভোজ হয়ে ওঠে আনন্দঘন। আইডিএফ এর প্রত্যেক অতিথির হাতেই তুলে দেওয়া হলো উপহার। পরদিন হিমালয়ের কোল ছেড়ে যখন নেমে আসি, এমন সুন্দর একটা ভ্রমণ উপহার দেওয়ার জন্য মনে মনে জহির ভাইকে ধন্যবাদ জানালাম। প্লেনের সিটে বসে বাইরে দেখি। সেই আদিগন্ত পাহাড়ের শুভ্রতায় চোখ আটকে গেল। অসীমের সৌন্দর্য মনকে আপ্লুত করে দিচ্ছে। মন বলে 'কী পাইনি তারি হিসাব মিলাতে মন মোর নহে রাজি...'

এই ক্ষুদ্র জীবনে আমাদের চাওয়া-পাওয়ার শেষ নেই। কী পাইনি তার হিসেব করি অথচ যা পেয়েছি তার মূল্যটুকুও ধরে রাখতে পারি না। গেল বছর ওমরাহ্ হজ্ব করতে গিয়ে আল্লাহর ঘর দর্শন করার সুযোগ হয়েছে। কঠিন মাটি, পাথুরে পাহাড়ে দেখেছি করুণার প্রসবণ। আল্লাহর কী অসীম নেয়ামত! এ তো জীবনের পরম পাওয়া!! কত জায়গায়, কতখানে কত বিচিত্র মানুষের সাথে পরিচয়, কত ঘটনা-সবইতো এক জীবনের অভিজ্ঞতা। সময়ের হাত ধরেই জীবনের এই পথ চলা।

ভ্রমণ কাহিনী

-হোসাইন মোহাম্মদ জাকি

পার্বত্য অঞ্চলে পর্যাপ্ত অনাবাদি ভুমি রয়েছে যা পরিকল্পিত ব্যবহারের মাধ্যমে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন করা সম্ভব। সেই সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোর একটি প্রয়াস আইডিএফ ইন্টিগ্রেটেড ফার্ম যা ২০০৯ সালে খাগড়াছড়ি জেলার মাটিরাঙ্গা উপজেলার রসুলপুরের পাহাড়ী এলাকায় প্রতিষ্ঠিত হয়। খামারটি শুরু করার মূল উদ্দেশ্য ছিল এটিকে একটি সমন্বিত খামারের মডেল হিসেবে গড়ে তোলা যাতে এটি পার্বত্য অঞ্চলের দরিদ্র কৃষকদের তাদের উন্নত জীবিকায়নের বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দিতে সক্ষম হয়। বর্তমানে পরিকল্পনা মোতাবেক খামারের কার্যক্রম এগিয়ে চলছে। খামার এলাকাটি ৫৫ একর জমি নিয়ে গঠিত। ফার্মে ফলজ, বনজ ও ঔষধিসহ বিভিন্ন ধরণের বৃক্ষাদি রয়েছে। এছাড়াও বর্তমানে ধানের চাষ, বিভিন্ন ধরণের মসলার গাছ, সবজি ও ফুলের বাগান ও নার্সারি গড়ে তোলাসহ এখানে রয়েছে রেড চিটাগাং ক্যাটল (আরসিসি) গরুর খামার, ব্ল্যাকবেঙ্গল ছাগলের খামার, মৎস্য চাষের জন্য হ্রদ ও পুকুর। ইন্টিগ্রেটেড খামার এলাকার মধ্যে জাপান সরকারের অর্থায়নে ২০১৪ সালে কৃষকদের কৃষি সংক্রান্ত প্রশিক্ষণের জন্য একটি আবাসিক কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপন করা হয়েছে। এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে স্টাফ, কৃষক (মহিলা) ও তাদের পরিবারের সদস্যদের কৃষি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়ে থাকে। প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে মূলত যেসব বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল গাভী, ছাগল ও পাহাড়ী জাতের মুরগী পালন বিষয়ক; গরু মোটাতাজাকরণ বিষয়ক; হর্টিকালচার, ফলদ বাগান, মসলা জাতীয় ফসল চাষ ও হোম গার্ডেনিং বিষয়ক; মৎস্যচাষ বিষয়ক ও মৌ চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ। মূলত এই কেন্দ্রে হাতে কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। সফলভাবে প্রশিক্ষণ সমাপ্তির পর কৃষকেরা খামার তৈরীর ব্যাপারে আর্থিক ও কারিগরী দক্ষতা অর্জন করতে সক্ষম হয়। এছাড়া প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কৃষকদের রিফ্রেসার্স কোর্সের আয়োজন করা হয়, যাতে ক্ষুদ্র কৃষকদের অর্জিত দক্ষতা, আধুনিক কৃষি প্রযুক্তির ব্যবহার ও প্রয়োগের গুণগতমান অক্ষুন্ন থাকে। বর্তমানে খামার এলাকায় একটি আধুনিক সুবিধা সম্বলিত মনোরম রিসোর্ট নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে।

বিশ্বব্যাপী কোভিড-১৯ মহামারীর সূত্রপাত ঘটে ২০১৯ সালের শেষের দিকে চীনের উহান শহর থেকে। ২০২০ সালের মার্চ মাসে বাংলাদেশে করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব দেখা দেওয়ায় মাটিরাঙ্গার এ কৃষি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের কার্যক্রম বিগত দুই বছর স্থগিত ছিল। সম্প্রতি এ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি আইডিএফ এর নিজস্ব ভেন্যু ছাড়াও অন্যান্য সংস্থার জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হয়। বর্তমানে অন্যান্য সরকারি-বেসরকারি সংস্থাসমূহ এ কৃষি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটিকে ট্রেনিং ভেন্যু হিসেবে ব্যবহার করছেন এবং তারা পরিপার্শ্বের নৈসর্গিক দৃশ্য ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ব্যবস্থাপনার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। বিগত মার্চ ও ফেব্রুয়ারি মাসে এ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় এর কর্মকর্তাদের নিয়ে ৪টি ব্যাচের সর্বমোট ৮ দিন সঞ্জিবনী প্রশিক্ষণ অনিষ্ঠত হয়। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী হোসাইন মোহাম্মদ জাকি 'প্যারাডাইস্ট লস্ট' শিরোনামে ২২ মার্চ, ২০২২ তারিখে প্রথম আলো পত্রিকার নাগরিক সংবাদে তার কৃষি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন। তার সে অভিজ্ঞতাই এবারের সংখ্যায় প্রকাশ করা হল।

আইডিএফ মাটিরাঙ্গায় দুই দিন

চলতি মাসের প্রথম সপ্তাহে সঞ্জীবনী প্রশিক্ষণের সুবাদে খাগড়াছড়ির মাটিরাঙ্গায় অবস্থানের সুযোগ হয়েছিল। ঢাকা থেকে রাত ১১টায় রওনা দিয়ে রামগড়ের মাহবুবনগরে যখন বাস থামে, তখন সুবেহ সাদিক মাত্র শুরু হয়েছে। ঘুমজড়ানো চোখে প্রথমেই নজরে পড়ে মাহবুবনগর মার্কাজুল হিকমা কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ। মিনিট দশেকের মধ্যেই মুয়াজ্জিনের কণ্ঠ কানে এল, আসসালাতু খাইরুম মিনান নাউম। সালাত আদায় করে রওনা হতেই চোখে পড়লো আইডিএফ কৃষি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, রসুলপুর, মাটিরাঙ্গার সাইনবোর্ড। বহু প্রতিক্ষীত সেই গন্তব্য!

পাহাড়ের একপাশে তাকাতেই দেখা যায়, আমবাগানের সারি। গাছে গাছে ছোট-বড় অনেক মুকুল। পাহাড়ের গা বেয়ে সিঁড়ির ধাপে ধাপে এ বাগান। মুকুলের ঘ্রাণ আর বুনো লতাপাতার গন্ধ মিলেমিশে একাকার। ভূস্বর্গ হিসেবে আইডিএফ কৃষিকেন্দ্রের মাহাত্ম্য বুঝতে সক্ষম হয়ে যাই ততক্ষণে! ঘুমানোর জন্য বরাদ্দ করা কক্ষটি দেখে আয়োজকদের প্রতি মনের গহীন থেকে আসে আরেক দফা কৃতজ্ঞতা। প্রকৃতির সঙ্গে একাত্মতার এ এক অপার্থিব অনভূতি। সবচেয়ে মনোমুগ্ধোকর হলো জানালার পাশে বাঁশের পাতার সৌন্দর্য। সবুজের সতেজতা আর পাতায় পাতায় রৌদ্র-ছায়ার খেলা। সকালের নাশতার পর্বে খাবারকক্ষে এসে আরেক দফা বিস্ময়। যেদিকে চোখ যায়, শুধুই কাঠালগাছ।

আইডিএফ এর বিভিন্ন কর্মসূচিভিত্তিক সেশনটি বেশ উপভোগ্য হয়ে উঠে। হালদা নদীর পরিবেশ উন্নয়নে আইডিএফ এর অনন্য ভূমিকা উপস্থিত সবাইকে মুগ্ধ করে। বাংলাদেশেই উৎপত্তি এবং বাংলাদেশেই সমাপ্তি- এমন দুটি নদীর একটি হলো হালদা। এটি পৃথিবীর একমাত্র জোয়ার-ভাটার নদী, যেখান থেকে রুই, মৃগেল, কাতলা, কালিবাউশ প্রভৃতি কার্পজাতীয় মাছের নিষিক্ত ডিম আহরণ করা হয়। মাছের প্রজননক্ষেত্র অনেক আছে, কিন্তু কার্পজাতীয় মাছের ডিম আহরণের সুযোগ বিশ্বে আর কোথাও নেই। দখল-দুষণের কারণে ডিম আহরণের পরিমাণ ক্রমান্বয়ে কমে যাচ্ছিল। ২০১৬ সালে ডিম আহরণের পরিমাণ যেখানে ছিল শূণ্যেও কোঠায়, সেখানে ২০১৮ সালে এর পরিমাণ ২২ হাজার ৬৮০ কেজি! এটা সত্যিই বিরাট আশা-জাগানিয়া ঘটনা।

উচ্চমাত্রার সংকরীকরণের কারণে দেশীয় রেড চিটাগং ক্যাটল বিলুপ্তির পথে। পল্লীকর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশনের সহযোগী সংস্থা হিসেবে আইডিএফ এই লাল গরু সংগ্রহ করে সেগুলোর বংশবিস্তারে কাজ করছে। এতে রেড চিটাগং গরুর সংখ্যা হয়তো আগের অবস্থায় ফিরে আসবে। গয়ালের জাত সংরক্ষণ ও উন্নয়নেও কাজ করছে তারা। গয়াল বন্য গরুর একটি প্রজাতি। ভারতে এরা মিথুন নামে পরিচিত। এরা চিটাগং বাইসন নামেও পরিচিত। এ ছাড়া উন্নত পালন ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে পাহাড়ি মুরগি পালনের কর্মসূচিও তাদের রয়েছে। আইডিএফ এ সঞ্জীবনী প্রশিক্ষণের সুযোগ সৃষ্টি না হলে এরূপ বহুমূখী কার্যক্রমে বেসরকারি সংস্থার সম্পৃক্ততার বিষয়টি অজানাই থেকে যেত।

৬৫ একরের বিস্তৃত এলাকায় আইডিএফ এর বনায়ন পর্যটক ও প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য এক অনন্য সংযোজন। একদিকে কোটি টাকা মূল্যের আগরগাছ। অন্যদিকে লেকজুড়ে হালদার পোনা। আবার তেজপাতা, জলপাইসহ হরেক রকম ফলদ ও ঔষধি গাছ। স্থানে স্থানে বসার ব্যবস্থা। প্রকৃতিকে জানার ও বোঝার এমন চমৎকার ব্যবস্থা বিরল। আবার আসিব ফিরে ধানসিড়িটির তীরে-এই বাংলায়/হয়তো মানুষ নয়-হয়তো বা শঙ্খচিল শালিকের বেশে' কবি জীবনানন্দের সোনালি ডানার সেই চিলকে খুঁজে পেলাম আগর উদ্যানে। হাঁটতে হাঁটতে ক্লান্ত হয়ে যখন আগর গাছের নিচে দাঁড়িয়েছি, কোথা থেকে যেন ডেকে উঠল। তাকিয়ে দেখি, আগুনরঙা পলাশগাছে খেলা করছে কাঠবিড়ালী। স্থির হয়ে থাকার প্রাণী সে নয়। সারাক্ষণ ছুটে বেড়াচ্ছে পলাশের ডালে ডালে। কিছু দূর যেতে না যেতেই খুঁজে পেলাম অনন্যসুন্দর চোখজুড়ানো কুটুম পাখি।

আসছে কুটুম দেখে
ঠিক তখনই কুটুম পাখি
উঠল হঠাৎ ডেকে

সকালের সোনালি রোদে বাঁশ নিয়ে পাহাড়ি ট্রেইলে ট্র্যাকিংটাও ছিল বেশ উপভোগ্য। একধরণের বন্য ফুল দৃষ্টি কাড়ে। মনে হচ্ছিল যেন আকাশের দিকে চোখ মেলে তাকিয়ে আছে। ঝোপের মধ্যে এসব সম্মিলিত ফুলের সৌন্দর্য মুগ্ধ হওয়ার মতোই। সুবিন্যস্ত পাতাও চোখ এড়ানোর নয়। এ রকম একটি মায়াময় পরিবেশে থাকার ফলে প্রশিক্ষণার্থীদের অনেকেই যারা ঢাকা থেকে পিঠে ব্যথা ও অন্যান্য শারীরিক সমস্যা নিয়ে অংশগ্রহণ করেছিলেন, প্রকৃতির পরশে জাদুমন্ত্রের মতো যেন তাঁরা সজীব হয়ে ওঠেন। স্থানে স্থানে শুকনো পাতার স্তুপও যে কতটা নান্দনিক হতে পারে এ পাহাড়ি ট্রেইলে না হাঁটলে তা বিশ্বাস করা সুকঠিন!

আইডিএফ কৃষিকেন্দ্রের নির্মল বাতাসে বসে বসে ভাবছিলাম, উন্নয়নের ছোবল নয়, আমাদের চাই উন্নয়নের ছোঁয়া। প্রকৃতি বাঁচলে মানুষ বাঁচবে। প্রাণভরে শ্বাস নিতে পারবে। রোগ-শোক থেকে মুক্ত থাকবে। সুন্দরবন আর সংরক্ষিত বনভূমি উজার নয়, যেকোন মূল্যে এর সঠিক পরিচর্যা ও সংরক্ষণ করতে হবে। আর একটিও বৃক্ষনিধন নয় অকালে। সামাজিক বনায়নের ধারা চালু রেখে পাখির বংশবিস্তার, জীববৈচিত্র্য ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় এগিয়ে আসতে হবে আমাদের সবাইকেই। পরবর্তী প্রজন্মকে দূষণমুক্ত পরিবেশ উপহার দেওয়াই হোক আমাদের দৃঢ় অঙ্গীকার। ফিরতে নাহি মন চায়, তবু ফিরতে হয়। আবার আসতে হবে, বারংবার আসতে হবে। এ তৃষ্ণা নিয়ে রাত্রির আঁধার কেটে ফিরতি যাত্রার পথ যখন ধরছি, নিজের অজান্তেই চোখ ভিজে ওঠে অশ্রুতে।

প্রবন্ধ

-নুরুল আলম চৌধুরী

বাংলাদেশের প্রকৃতির বিচিত্র সৌন্দর্য, দেশের মানুষের খেটে খাওয়া জীবনযাত্রার নানা পদ্ধতি, চারিদিকে উন্নয়নের বহুল কর্মকান্ড- এমন অনেককিছুই তাঁর সুক্ষ পর্যবেক্ষণের বিষয়বস্তু। যা দেখেন আর অনুভব করেন তাই কলমের আঁচড়ে ফুটিয়ে তোলেন আর পোষ্ট করেন ফেসবুকের পাতায়। বিগত তিন, চার বছর যাবত পোষ্ট দেওয়া এমনই কিছু সংখ্যক লেখা একত্রিত করে জুলাই ২০১৯ সালে ***"এইসব অনুভব"*** *নামে প্রথম গ্রন্থ প্রকাশ করেন সংস্কৃতিমনা এবং সাহিত্যানুরাগী জনাব নুরুল আলম চৌধুরী। তিনি আমাদের আইডিএফ এর একজন প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। চট্টগ্রাম জেলার সাতকানিয়া উপজেলার রুপকানিয়ার শাম চৌধুরী বাড়ীতে তাঁর জন্ম ১৯৫১ সালে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে স্নাতকোত্তর। তিনি কিছুকাল ব্যাংকে চাকুরী করেন। বর্তমানে অসুস্থ অবস্থায়ও সাহিত্য চর্চা করে চলেছেন পুরোদমে। তাঁর সুস্বাস্থ্য কামনা করি এবং ভবিষ্যতে আরো গ্রন্থ প্রকাশের অপেক্ষায় থাকি। কিছুদিন আগে ফেসবুকে তার পোস্টকৃত একটি লেখা এ সংখ্যায় তুলে ধরা হল।*

তরুণ প্রজন্মের জন্য কিছু কথা

এক সময় আমারও পনের বছর বয়স ছিল। কখনও ছিল বার তের। কিংবা দশ এগার। আমিও স্বজনদের কোলে কোলে ছিলাম। বসতে শিখলাম। দাঁড়াতে শিখলাম। হাটি হাটি পা পা করে এক সময় বিশাল উঠানে এসে জাম্বুরা দিয়ে বল খেলা শুরু করলাম। আমার তখন শৈশব কাল। একেবারে নির্ভেজাল টলমলে মিহি মিহি শৈশব। সময় তখন গরুর গাড়ীতে চলতো। চারপাশে আমাকে ঘিরে যা কিছু আছে তা ছিল প্রকৃতি। সহজাত স্বাভাবিক নির্মল প্রকৃতি আমার সত্তার সাথে চোখ নাক কানের মত মিলে যাওয়া প্রকৃতি। আমি মায়েরও ছিলাম, মাটিরও ছিলাম। ফুল পাখি গাছপালা নদী মাটি ধান ক্ষেত এসব ছিল আপন আমার। প্রযুক্তি তখন ছিলনা বললেই চলে।

আজ এতোদিন পর, পরিনত বয়সে এসে, আমার মনে হচ্ছে শৈশব যখন ছিল তখন যে এমন রমরমা প্রযুক্তি ছিলনা তাতে আমার সুবিধা হয়েছে। তাতে আমি খুশি। শৈশবে প্রযুক্তি কম থাকাতে আমাকে ঘিরে থাকা প্রকৃতির উপাদানগুলো দিনে দিনে, মাসে মাসে, বছরে বছরে, আমার ভিতরে জায়গা করে নিতে পেরেছে। শৈশব তাই এখন আমার ঐশ্বর্য। আমার সম্পদ।

এখন এই বয়সে যখন একা থাকি, শৈশব আসে। আমাকে সঙ্গ দেয়। আমার সাথে রোদ পোহায়। নদী দেখে। আমার সাথে নাক চেপে ডুব শেখে। ধানের ক্ষেতে রৌদ্র ছায়ার লুকোচুরি খেলা দেখে। দীঘিতে ঝাপিয়ে পড়ে কাদা মাখা খেলা ধুলা শেষে। শৈশবের দিন থেকে ছুটে আসে স্মৃতিদের ঘ্রাণ। আনন্দে ভরে দেয় একাকী আমার অস্থির প্রাণ।

যদি প্রযুক্তি থাকতো তখন। বিজলী বাতি, টেলিভিশন, টেপ রেকর্ডার, মোটর সাইকেল, ল্যাপটপ, মোবাইল তাহলে শৈশব এমন করে এত ধীরে ধীরে প্রাণের গভীরে স্মৃতির মনন তৈরী করতে পারতো না। আমাকে এখন থাকতে হতো একা। ভয়ানক একা। দুর্বিষহ নিষ্ঠুর একা।

কিন্তু এখন আমি একা নই। শৈশবের আমি এখন বার্ধ্যক্যের আমার প্রিয় বন্ধু। এজন্যই বলছি শৈশবে এতটা প্রযুক্তি যে ছিলনা সেজন্য আমি খুশী। একটি মননশীল এবং প্রাকৃতিক শৈশব নির্জনতায় আমাকে সঙ্গ দেয় এর অর্থ এই নয় যে, এখন আমার প্রযুক্তির প্রয়োজন নেই।

একটি এন্ড্রয়েড মোবাইল, ইন্টারনেট, ফেসবুক হয়ে এবং আরও নানান ভাবে আমাকে বিশ্বময় বিচরণ করতে সাহায্য করে। একা থেকেও আমি দেশ বিদেশের অযুত মানুষের সঙ্গ উপভোগ করি। প্রকৃতির নানা ব্যঞ্জনা, কনসেপ্ট এর নানান উপস্থাপনা, প্রয়োজনের নানান আয়োজন মিলে মিশে সাধারণ আমাকে অসাধারণ করে তোলে। প্রচ্ছন্নের আমাকে তুলে আনে প্রচ্ছদে।

আর এই যে তুমি, এখন আমার চেয়ে বহু বছর পরে শৈশবের দুর্দান্ত সময় পার করছো। তুমি তো জন্মই নিয়েছ প্রযুক্তির ভেতর। আমার শৈশব কেটেছে একটি ছোট্ট গ্রামে আর তোমার শৈশব কাটছে একটি বিশাল পৃথিবীতে। তোমার হাতে প্রযুক্তির যাদু আছে। সে যাদু তোমাকে একেবারে ভালো করে রপ্ত করতে হবে। তোমার চারপাশ এমন দ্রুতগতিতে চলছে যে একটু থেমে থাকলেই তুমি পিছিয়ে যাবে যোজন যোজন মাইল। অতএব তোমাকে ছুটতে হবে প্রচন্ড গতিতে। কিন্তু এই দুর্দান্ত গতিতে চলতে চলতে মনে রাখতে হবে এই ভার্চুয়াল জগৎটাই আসল জগৎ নয়। এটি আসলে আসল জগতের ছায়ার মত কোন একটা কিছু মাত্র।

বাস্তব জগতে তুমি তো সেই আমার মত তুমি। মাটি দিয়ে, পানি দিয়ে, রক্ত-মাংস-হাড় দিয়ে তৈরী এক প্রাকৃতিক মানুষ। তোমার হাত, পা, নাক, চোখ তোমাকে এক প্রাকৃতিক জীব সত্তার রূপ দিয়েছে। তোমার খিদা পায়, তৃষ্ণা পায়, ঘুম হয়। শরীরে শক্তি আসে। এ সব ঠিক রাখার জন্য তুমি কাজ কর। প্রযুক্তিকে ব্যবহার কর তোমার কাজে।

কিন্তু মনে রাখতে তুমি শুধু একটি প্রাকৃতিক সত্তা নও। একটা মানবিক সত্তাও। তোমার আবেগ আছে। আবেগের কোমল ডগায় ভালবাসার ফুল ফোটাবার লিকলিকে আকুতি আছে। তোমার স্বপ্ন আছে। আকাশের মত অনন্ত অসীম স্বপ্ন। তোমার মানবতা আছে। এই মানবতায় তোমার আসল সত্তা। ভালোবাসাই তোমার আসল অনুভূতি। স্বপ্নই তোমার আসল সোপান।

অতএব তোমাকে শুধু মাত্র প্রযুক্তি শিখে শিখে মানুষের মত রোবট কিংবা রোবটের মত মানুষ কিংবা ভাচুর্য়াল জগতের প্রিয় ব্যক্তিত্ব হয়ে গেলে চলবে না। তোমাকে সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনায়, স্বপ্ন আর ভালোবাসায় সিক্ত একটি মানবিক পৃথিবীর বাসিন্দা হতে হবে। ভালোবাসতে হবে নিজেকে, পরিবারকে, দেশকে, পৃথিবীকে, মানব জাতিকে।

তোমার সময়, তোমার সমাজ তোমাকে সব সময় ব্যস্ত রাখতে চাইবে প্রযুক্তিতে, জ্ঞান আহরণে, প্রতিযোগিতায়। কিন্তু জীবনটা তো তোমার নিজের। তাই প্রযুক্তির ফাকফোকর দিয়ে, প্রতিযোগিতাকে পাশ কাটিয়ে যতটুকু পারো প্রকৃতির কাছে চলে আসো। একেবারে নিবিড়ভাবে চিনে নাও প্রকৃতিকে। একটু একটু করে। ছোট ছোট উপাদানের সাথে সখ্যতা করে করে। একটা নিঝুম টলটলে মনন যদি নিজের ভিতরে নির্মাণ করতে ব্যর্থ হও তাহলে সুখের পেছনে চলতেই থাকবে। চলতেই থাকবে। চলতেই থাকবে। সুখকে স্পর্শ করতে পারবেনা। কেননা তোমার সুখের ঘর হচ্ছে তোমার মন। তোমার মন। মনকে উন্মিলিত করার জন্য শুধু হালকা হালকা চেষ্টা করলে চলবে না। লুকিয়ে লুকিয়ে সাধনা করতে হবে।

কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ

সংবাদ

আইডিএফ প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই ঋণ কার্যক্রমের পাশাপাশি সদস্যদের জীবনমান উন্নয়নে তাদের জীবিকায়নে কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদের উপর গুরুত্ব প্রদান করেছে। সংস্থার কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ ইউনিট এর আওতায় যেসকল কার্যক্রম পরিচালনা করা হয় তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল বসত বাড়ির আঙিনায় ও পুকুর পাড়ে সবজি চাষ, শাক সবজির বীজ বিতরণ, জৈব সার তৈরীকরণ, কৃষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা ও কৃষকদের আধুনিক চাষাবাদে উদ্বুদ্ধকরণ, মাছ চাষ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ, দেশীয় প্রজাতির মাছ চাষ, গবাদিপশুর কৃমি মুক্তকরণ, প্রাণিসম্পদ এর প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান, গরু মোটাতাজাকরণ, গবাদিপশুকে নিয়মিত টিকা প্রদান, নতুন জাত প্রবর্তন, আধুনিক প্রযুক্তি সম্প্রসারণ, সদস্যদের প্রয়োজনীয় উপকরণ প্রদান, প্রদর্শনী খামার আয়োজন, মাঠ দিবস পালন, কর্মশালা অনুষ্ঠান, দক্ষতা বৃদ্ধি ও উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ, বিলবোর্ড স্থাপন ইত্যাদি। গত জানুয়ারি-জুন ২০২২ সময়ে এ ইউনিটের পরিচালিত কার্যক্রমের কিছু সংবাদ এখানে তুলে ধরা হল।

কৃষকদের ধান চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ

কৃষি উন্নয়ন বিভাগের আওতায় কৃষি ইউনিটভূক্ত বাইশারী শাখায় গত জানুয়ারি/২২ এ কৃষকদের জন্য ধান চাষ বিষয়ক একটি প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে আইডিএফ এর কৃষি কর্মকর্তা জনাব মোঃ আজমারুল হক ও নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলা কৃষি অফিসার জনাব মোঃ রফিকুল আলম প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। উক্ত প্রশিক্ষণে জিংক সমৃদ্ধ ধানের জাত - ব্রি ৬৪, ব্রি ৮৪, ব্রি ৬২; লবণাক্ততা সহিষ্ণ জাত - ব্রি ৪৭, ব্রি ৫৫, ব্রি ৪০, ব্রি ৪১; জলমগ্নতা সহনশীলজাত- ব্রি ৫১, ব্রি ৫২, ব্রি ২৬, ব্রি ২৭; সুগন্ধিযুক্ত ধান ব্রি ৫০, ব্রি ১৮ ইত্যাদি ধানের উৎপাদন পদ্ধতি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। দুই দিন ব্যাপী উক্ত প্রশিক্ষণে সর্বমোট ২৫ জন কৃষক অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া উক্ত প্রশিক্ষণে বাইশারী শাখার শাখা ব্যবস্থাপক অমল কুমার বড়ুয়াও অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণ আয়োজনে সার্বিক সহযোগিতা করেন বাইশারী শাখার সহকারী কৃষি কর্মকর্তা মিথুন দাস।

প্রযুক্তি সম্প্রসারণ: ট্রাইকো-কম্পোষ্ট

আইডিএফ এর কৃষি উন্নয়ন বিভাগ পিকেএসএফ এর আর্থিক সহযোগিতায় চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে কৃষকদের মাঝে ট্রাইকো-কম্পোষ্ট নামক জৈব সার উৎপাদন ও ব্যবহার বিষয়ক প্রযুক্তি সম্প্রসারণের কাজ করছে। ট্রাইকো-কম্পোষ্ট মূলত: বিভিন্ন ধরণের পচনশীল জৈবিক পদার্থসমূহ ট্রাইকো-ডার্মা (ছত্রাক) দ্বারা সংঘটিত পচন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উৎপাদিত জৈব সার। এটি অনুর্বর মাটিকে উর্বর করে এবং মাটির পুষ্টি উপাদানকে দীর্ঘদিন সংরক্ষণ করে। এছাড়াও মাটির উর্বরা শক্তিকে দীর্ঘস্থায়ী করার মাধ্যমে মাটির স্বাস্থ্য সুরক্ষায় সহায়তা করে। ফলে মাটি পুষ্টি সমৃদ্ধ হয় ও উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ে। পানি ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে এবং মাটিতে অবস্থিত অজৈব পদার্থকে উদ্ভিদের খাদ্যে পরিণত করতে সাহায্য করে। ট্রাইকো - কম্পোষ্ট মাটির অম্লতা, লবণাক্ততা, বিষক্রিয়া প্রভৃতি রাসায়নিক বিক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম। ট্রাইকো-কম্পোষ্ট এ গাছের প্রয়োজনীয় খাদ্য উপাদানের বেশীরভাগের উপস্থিতির কারণে কমপক্ষে ৩০% রাসায়নিক সার সাশ্রয় ও কৃষকের উৎপাদন খরচ কমে আসে। এ সকল বিষয় বিবেচনা করে আইডিএফ ট্রাইকো-কম্পোষ্ট উৎপাদন ও ব্যবহার বিষয়ক প্রদর্শনী বাস্তবায়ন করছে। পাশাপাশি কৃষকেরা নিজ উদ্যোগে অনেকেই ট্রাইকো-কম্পোষ্ট উৎপাদন ও ব্যবহারে আগ্রহী হচ্ছে। ট্রাইকো-কম্পোষ্ট মুলত: ইটের ২ টি হাউজ নির্মাণ করে সেখানে পচনশীল জৈব পদার্থের সাথে ট্রাইকোডার্মা মিশিয়ে বিশেষ পদ্ধতিতে পচন ঘটানো হয়। গত জানুয়ারি-জুন-২০২২ পর্যন্ত মোট ১০ জন কৃষককে দিয়ে প্রদর্শনী বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এসময় কৃষকদের সরাসরি হাতে কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ট্রাইকো-কম্পোষ্ট উৎপাদন ও ব্যবহারে কৃষকদের প্রত্যক্ষ সহযোগিতা করছেন আইডিএফ এর কৃষি কর্মকর্তাগণ।

মৎস্য কর্মসূচি

জানুয়ারি-জুন ২০২২ সালে আইডিএফ কৃষি উন্নয়ন বিভাগের মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ ইউনিটের মৎস্য খাতের আওতায় পিকেএসএফ এর অর্থায়নে ৭ টি শাখায় (কক্সবাজার, বাইশারী, এমচরহাট, বাশখাঁলী, সরকারহাট, বেতবুনিয়া, রাজারহাট) মোট ৪৬টি প্রদর্শনী বাস্তবায়ন করা হয়। বাস্তবায়িত প্রদর্শনীসমূহ হচ্ছে কার্প-মলা-তেলাপিয়া মিশ্র চাষ, কার্প মাছ মোটাতাজাকরণ/কার্প ফ্যাটেনিং, দেশি শিং-মাগুর-পাবদা-ট্যাংরা-কার্প মিশ্র চাষ, নার্সারী পুকুর/মাছের পোনা চাষে উদ্যোক্তা তৈরি, উচ্চমূল্যের চিতল-আইড়-শোল-কার্প মাছের মিশ্র চাষ, বিলুপ্তপ্রায় মাছ চাষ, ফিশ ফিড তৈরিতে উদ্যোক্তা সৃষ্টি এবং নিরাপদ মাছ বিক্রয়কেন্দ্র তৈরি। তাছাড়া মাছ চাষে আগ্রহী মোট ৫০ জন সদস্যকে এমচরহাট এবং বাঁশখালী শাখায় দুই দিনব্যাপী মাছ চাষ বিষয়ক দক্ষতা উন্নয়নমূলক অনাবাসিক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে লাভজনক পদ্ধতিতে মাছ চাষ ব্যবস্থাপনা, শীতকালীন রোগ ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বিষয়ে হাতে কলমে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া মোট ২২৫ জন মৎস্য চাষীদের নিয়ে বেতবুনিয়া, বাইশারী এবং এমচরহাট শাখায় মাঠ দিবসের আয়োজন করা হয় এবং ২৫ জন মৎস্য চাষী, পাইকার এবং আড়তদার নিয়ে কক্সবাজার শাখায় বাজারজাতকরণ কর্মশালার আয়োজন করা হয়।

সফল মৎস্য খামারী: মমতাজ বেগম

সাংগু নদীর তীরবর্তী অঞ্চল চট্টগ্রাম জেলার বাঁশখালী উপজেলার হাজীগাঁও গ্রামের মোছাঃ মমতাজ বেগম তার ৫০ শতক পুকুরে উচ্চ মূল্যের চিতল-আইড়-শোল-কার্প মাছের মিশ্র চাষ ও পাড়ে সবজি চাষ শুরু করে বেশ লাভবান হচ্ছেন। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রাকে সামনে রেখে আইডিএফ সদস্যদের সীমিত সম্পদকে কাজে লাগিয়ে মৎস্যসম্পদ ও আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রযুক্তির ব্যবহার বিস্তারের মাধ্যমে সদস্যদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের কার্যক্রম কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। মৎস্যখাত প্রান্তিক পর্যায়ের মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে একটি সমৃদ্ধশালী অর্থনীতি গঠনে অনস্বীকার্য ভুমিকা পালন করছে। কৃষক পর্যায়ে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার সম্প্রসারণের মাধ্যমে আইডিএফ তার সদস্যদের আর্থ-সামাজিক ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে পিকেএসএফ এর সহযোগিতায় ২০১৫-২০১৬ অর্থবছর থেকে এ কার্যক্রম সফলতার সাথে পরিচালনা করে আসছে।

হোম গার্ডেন/বসতবাড়িতে শাক-সবজি চাষ

কৃষি উন্নয়ন বিভাগ, আইডিএফ রাজশাহী অঞ্চলের বিভিন্ন শাখায় সদস্যদের বসতবাড়ির আশেপাশে ও বাড়ির আঙ্গিনায় পরিকল্পিত ভাবে সারা বছরব্যাপী পারিবারিক পুষ্টি চাহিদা পুরণের লক্ষ্যে 'হোম গার্ডেন' কার্যক্রম চলমান রয়েছে। গত জানুয়ারি/২২ হতে জুন/২২ মাস পযন্ত রাজশাহী অঞ্চলের বিভিন্ন শাখায় **২৭** জন সদস্যের বসতবাড়ির আশেপাশে ও বাড়ির আঙ্গিনায় হোম গার্ডেন/শাক-সবজি চাষ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়। প্রতিটি হোমগার্ডেনে ০৪টি বেড ও ০২টি মাচা তৈরী করা হয়। ০৪টি বেডের জন্য লালশাক, সবুজশাক, কলমিশাক, পুইঁশাক এর বীজ বপন করা হয়। মাচার জন্য মাদা করে হাইব্রিড লাউ, শীম ও মিষ্টি কুমড়া বীজ বপন করা হয়। শাক-সবজি/হোম গার্ডেন তৈরীর কারিগরী দিকনির্দেশনা ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদানে সহায়তা করেন জনাব মো: খালেদ হোসেন, সহকারী কৃষি কর্মকর্তা ও রতন কুমার ঘোষ, কৃষি/প্যারাভেট, কৃষি উন্নয়ন বিভাগ, আইডিএফ, রাজশাহী যোন। আইডিএফ ১৯৯৫-৯৬ সন থেকে এ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে।

প্রাণি সম্পদের টিকাদান কর্মসূচি

ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (আইডিএফ) এর কৃষি উন্নয়ন বিভাগ, রাজশাহী অঞ্চলে সদস্যদের প্রাণিসম্পদকে পিপিআর, গলাফোলা, তড়কা, ক্ষুরা রোগ, রানীক্ষেত ও ডাকপ্লেগ নামক মারাত্মক রোগ থেকে সুরক্ষার জন্য নিয়মিত টিকাদান কর্মসুচি পালন করে যাচ্ছে। জানুয়ারি/২২ হতে জুন/২২ মাস পর্যন্ত রাজশাহী অঞ্চলের বিভিন্ন শাখার কেন্দ্র সমুহে ৩৭টি ক্যাম্পে ৩১০০টি ছাগল/ভেড়াকে পিপিআর, ০৯টি ক্যাম্পে ৫৬০টি গরু/মহিষকে গোলাফোলা, ১৩টি ক্যাম্পে ৪৭১টি গরু/মহিষকে এফএমডি, ৬টি ক্যাম্পে ৭২০০টি গরু/মহিষকে তড়কা, ০২টি ক্যাম্পে ৩৩০টি মুরগীকে রানীক্ষেত এবং ০১টি ক্যাম্পে ১৩০০টি হাঁসকে ডাকপ্লেগ রোগের প্রতিষেধক টিকা প্রদান করা হয়। চলমান টিকাদান কর্মসূচির মাধ্যমে প্রাণি সম্পদকে সংক্রামক রোগ থেকে প্রতিরোধ করাই কৃষি উন্নয়ন বিভাগের অঙ্গীকার। উপজেলা প্রানিসম্পদ দপ্তর এর সহযোগিতায় টিকাদান কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেন জনাব মোঃ খালেদ হোসেন, সহকারী কৃষি কর্মকর্তা, কৃষি উন্নয়ন বিভাগ এবং রতন কুমার ঘোষ, কৃষি/প্যারাভেট,কৃষি উন্নয়ন বিভাগ।

"দক্ষতা বৃদ্ধি ও উন্নয়ন মূলক প্রশিক্ষণ"

ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (আইডিএফ), কৃষি উন্নয়ন বিভাগ, রাজশাহী অঞ্চলের আয়োজনে সদস্যদের দক্ষতা বৃদ্ধি ও উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। সদস্যদের আইজিএ ভিত্তিক জ্ঞান অর্জন, কাজের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং বাস্তবায়নের লক্ষ্যে হাতে-কলমে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। বিশেষ করে, বসতবাড়িতে বছরব্যাপী শাক-সবজি চাষের কলা-কৌশল, উন্নত পদ্ধতিতে গাভী/বকনা লালন-পালনের করণীয় বিষয়সমুহ, প্রানিসম্পদের বিভিন্ন রোগ বিষয়ে প্রশিক্ষণ, প্রাণিসম্পদের উপর কৃমির ক্ষতিকর প্রভাব ইত্যাদি বিষয়ে সদস্যদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। জানুয়ারি/২২ হতে জুন/২২ মাস পর্যন্ত ১০টি ক্যাম্পের মাধ্যমে ২৯১ জনকে বিভিন্ন আইজিএ-তে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণের শেষ পর্যায়ে সদস্যদের বিভিন্ন সমস্যার সমাধানের উত্তর প্রদান করা হয়। ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (আইডিএফ), কৃষি উন্নয়ন বিভাগ, রাজশাহী অঞ্চলের সহকারী কৃষি কর্মকর্তা জনাব মোঃ খালেদ হোসেন এর পরিচালনায় প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন এরিয়ার এরিয়া ম্যানেজার মহোদয়গণ, শাখা ব্যবস্থাপকগণ এবং শাখার সহকর্মীবৃন্দ। প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে সহযোগিতা করেন জনাব রতন কুমার ঘোষ, কৃষি/প্যারাভেট, কৃষি উন্নয়ন বিভাগ, রাজশাহী অঞ্চল।

স্বাস্থ্য কর্মসূচি

স্বাস্থ্য কর্মসূচির আওতায় যেসকল কার্যক্রম পরিচালনা করা হয় তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে স্ট্যাটিক এবং স্যাটেলাইট ক্লিনিক আয়োজন, টেলিহেলথ এর মাধ্যমে বিভিন্ন ধরণের চিকিৎসাসেবা যেমন, গাইনী বিষয়ক, মেডিসিন, শিশুরোগ বিষয়ক স্বাস্থ্যক্যাম্প ও চক্ষুক্যাম্প আয়োজন, কাউন্সেলিং সেশন পরিচালনা, গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় দিবসসমূহ পালন এবং আইডিএফ পরিচালিত তিনটি স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রের (হেলথ সেন্টার ১-চাঁন্দগাও, হেলথ সেন্টার ২-হালিশহর ও হেলথ সেন্টার ৩-মোহরা) মাধ্যমে রোগীদেরকে আউটডোর স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করাসহ বিনামূল্যে তাদেরকে ঔষধ বিতরণ করা হয়। উল্লেখ্য, বিভিন্ন এলাকায় সংস্থার শাখা অফিসসমূহের সহায়তায় স্বাস্থ্যবিষয়ক বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক ক্যাম্প পরিচালনা করা হয়। এছাড়াও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের কোভিড গণটিকা কার্যক্রমে আইডিএফ স্বাস্থ্য বিভাগ সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। জানুয়ারি-জুন ২০২২ সময়ে স্বাস্থ্য কর্মসূচির কিছু কার্যক্রম এখানে তুলে ধরা হল।

কোভিড ১৯ এর ভ্যাক্সিনেশন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ

জানুয়ারি/২২ ইং হতে জুন/২২ ইং পর্যন্ত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সিদ্ধান্তের আলোকে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের আওতাভুক্ত চাঁন্দগাও থানাধীন ৪নং ওয়ার্ডে সরকার নির্ধারিত বিভিন্ন দিবসে খাজা রোড এন এম সি উচ্চ বিদ্যালয়, বাহির সিগন্যাল আল-আমিন বাড়িয়া মাদ্রাসা ও সিডিএ পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজে সর্বমোট ১৩টি কোভিড-১৯ ১ম ডোজ, ২য় ডোজ ও বুষ্টার ডোজ ক্যাম্পেইন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত ক্যাম্পগুলিতে

১ম ডোজ- ৪,১২০ জন, ২য় ডোজ - ২,৫২৭ জন ও বুষ্টার ডোজ - ২,১৮৩ জন সর্বমোট ৮,৮৩০ জনকে কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন প্রদান করা হয়। উল্লেখ্য যে, কোভিড-১৯ ভ্যাক্সিনেশন ক্যাম্পের শুরু থেকে আইডিএফ স্বাস্থ্য কার্যক্রম চসিক স্বাস্থ্য বিভাগের সাথে সমন্বিতভাবে সফলতার সাথে কাজ করে আসছে। উক্ত ক্যাম্পগুলিতে টিম লিডার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন আইডিএফ এর সিনিয়র প্যারামেডিক সুমন চন্দ্র সরকার। প্যারামেডিক তমাল ভারতী ও ফজলে রাব্বী সর্বাত্নক ভাবে ক্যাম্প পরিচালনায় সহযোগিতা করেন। উক্ত ক্যাম্পগুলোতে বিভিন্ন সময় পরিদর্শন করেন চসিক যোনাল মেডিকেল অফিসার, মেডিকেল অফিসার, সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড কাউন্সিলর। উনারা আইডিএফ এর প্রতি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং আগামিতেও সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

মিনি স্বাস্থ্য ও ব্লাড গ্রুপ ক্যাম্প

আইডিএফ জানুয়ারী/২২ ইং হতে জুন/২২ ইং তারিখ পর্যন্ত বিভিন্ন তারিখে আইডিএফ গুরুদাসপুর ও বড়াইগ্রাম শাখার আওতাধীন বিভিন্ন এলাকায় প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য সর্বমোট ৭টি মিনি স্বাস্থ্যক্যাম্প ও ব্লাড গ্রুপ ক্যাম্প পরিচালনা করা হয়। স্বাস্থ্য ক্যাম্পগুলিতে বিভিন্ন ধরনের রোগের ৪৩৫ জন রোগী প্রয়োজনীয় চিকিৎসা গ্রহণ করেন। এছাড়াও ৩৬৫ জন ব্যক্তি তাদের রক্তের গ্রুপ পরীক্ষা করান। উক্ত স্বাস্থ্য ক্যাম্প পরিচালনা করেন সংস্থার প্যারামেডিক মোঃ রুহুল আমিন, মোঃ রবিউল ইসলাম ও শিক্ষানবীশ প্যারামেডিক কামরুল হাসান। অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংশ্লিষ্ট এরিয়া ম্যানেজার, শাখা ব্যবস্থাপক ও এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

বিশেষ হেলথ ক্যাম্প

গত ৩০, মে ২০২২ তারিখে চট্টগ্রাম শহরের চান্দগাঁও থানাধীন ৫নং ওয়ার্ডের মৌলভীবাজার তথা ইস্পাহানি জেটি রোডস্থ আইডিএফ কাজী হালিমা সাত্তার স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এ সকাল ৯টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত বিনামূল্যে (মেডিসিন, শিশু ও গাইনী) চিকিৎসা ও ব্লাড গ্রুপ ক্যাম্পের আয়োজন এবং বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ করা হয়। নিরাপদ পানি, স্যানিটারি ল্যাট্রিন ব্যবহার, কৃমিনাশক ঔষধ সেবন, পুষ্টি বিষয়ক ও রক্তদানের সুফল ইত্যাদি সম্পর্কে সচেতনতামূলক পরামর্শ দেয়া হয়। উক্ত চিকিৎসা ও ব্লাড গ্রুপ ক্যাম্পে গাইনী বিষয়ে ৬৪ জন, মেডিসিন বিষয়ে ৯১ জন ও শিশু রোগ বিষয়ে ৬০ জন সর্বমোট ২১৫ জন রোগিকে বিনামূল্যে চিকিৎসা ও ঔষধ প্রদান, এছাড়াও ১২৮জন ব্যক্তির বিনামূল্যে রক্তের গ্রুপ নির্ণয় করা হয়।

চিকিৎসা ক্যাম্পে চিকিৎসক হিসেবে রোগিদের চিকিৎসা প্রদান করেন ডাঃ সাদিকুননাহার ঝুমুর, ডাঃ শফিকুজ্জামান চৌধুরী ও ডাঃ ফাইজুন নেছা হক। ব্লাড গ্রুপ ক্যাম্প পরিচালনা করেন সিনিয়র প্যারামেডিক তমাল ভারতী, উত্তম কুমার সরকার, ফজলে রাব্বী ও সবুজ মৃধা। সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় নির্বাহী পরিচালক মহোদয় জনাব জহিরুল আলম, প্রতিষ্ঠাতা সদস্য জনাব প্রফেসর শহিদুল আমিন চৌধুরী, Out reach for all – এর নির্বাহী পরিচালক ডক্টর মেহেদী হাসান তানিম, যোনাল ম্যানেজার মোঃ শাহ আলম সহ সংস্থার বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ। উক্ত ক্যাম্প শেষে Out reach for all এর পক্ষ থেকে উপস্থিত ডাক্তারদের মাঝে স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রে ব্যবহারের জন্য কিছু প্রয়োজনীয় চিকিৎসা উপকরণ প্রদান করা হয়।

সমৃদ্ধি ও প্রবীণ কর্মসূচি

সমৃদ্ধি ও প্রবীণ কর্মসূচি হল আইডিএফ এর অন্যতম পরিকল্পিত এবং বিন্যস্ত একটি গতিশীল কর্মসূচি। এই কর্মসূচিতে সামাজিক, অর্থনৈতিক, ভৌত, পরিবেশগত বিসয়সহ গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গের সাথে অর্থায়নের যথাযথ সমন্বয় রয়েছে। এই প্রেক্ষিতে পিকেএসএফ এর সহযোগিতায় আইডিএফ বিগত ২০১২ সাল থেকে সমৃদ্ধি ও ২০১৬ সাল থেকে প্রবীণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে আসছে। আইডিএফ বর্তমানে ওয়াগ্গা, সাতকানিয়া, সুয়ালক ও কদলপুর ইউনিয়নে সমৃদ্ধি এবং ওয়াগ্গা, সাতকানিয়া, সুয়ালক ও কদলপুর, রাইখালী, কধুরখীল ও হাটহাজারী ইউনিয়নে প্রবীণ কর্মসূচির কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে।

জাতীয় শিশু দিবস উদযাপন

বিগত ১৭ ই মার্চ ২০২২ ইং তারিখ আইডিএফ সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতাধীন ওয়াগ্গা, সাতকানিয়া, সুয়ালক ও কদলপুর ইউনিয়নে জাতীয় শিশু দিবস ২০২২ উদযাপন করা হয়। এতে অংশগ্রহণ করে বৈকালিক শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্রের ১ম ও ২য় শ্রেণীর শিক্ষার্থীবৃন্দ। শিক্ষার্থীদের মাঝে গান, নৃত্য ও চিত্রাংকন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। প্রতিযোগিতা শেষে ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকারী প্রতিযোগীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

সাধারণ স্বাস্থ্য ক্যাম্প

স্বাস্থ্যসেবাকে সুবিধাবঞ্চিত মানুষের দোরগোড়ায় পৌছানোই হল স্বাস্থ্য ক্যাম্পের মূল কাজ। এরই ধারাবাহিকতায় আইডিএফ সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় দিনব্যাপী ফ্রি স্বাস্থ্য ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়। উক্ত ক্যাম্পে দুইজন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার দ্বারা স্বাস্থ্য পরামর্শের পাশাপাশি ফ্রি ঔষধ বিতরণ করা হয়। জানুয়ারি থেকে জুন, ২০২২ সময়ে ওয়াগ্গা, সাতকানিয়া, সুয়ালক ও কদলপুর সমৃদ্ধি ইউনিটে ৮টি ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয় এবং ১১৪৫ জন রোগীকে চিকিৎসা সেবা এবং ঔষধ প্রদান করা হয়।

চক্ষু ক্যাম্প

আইডিএফ এর সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতাধীন ইউনিয়নসমূহে পিকেএসএফ এর সহযোগিতায় ৪ টি ফ্রি চক্ষু ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়। চট্রগ্রাম লায়ন্স হসপাতালের বিশেষজ্ঞ ডাক্তার দ্বারা রোগীদের চক্ষু সেবা ও ঔষধ বিতরণ করা হয়। ৪ টি ইউনিয়নে মোট ৭৬৭ জন রোগীকে চক্ষু সেবা প্রদান করা হয়, এর মধ্যে ৯২ জনকে ছানি অপারেশনের জন্য প্রাথমিকভাবে মনোনীত করা হয়।

শিক্ষক প্রশিক্ষণ

সমৃদ্ধি কর্মসূচির শিক্ষা কার্যক্রমে গতিশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বৈকালিক শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্রের শিক্ষকদের জন্য ২ দিন ব্যাপী বিষয়ভিত্তিক মৌলিক প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। অভিজ্ঞ মাষ্টার ট্রেইনার দ্বারা এই প্রশিক্ষণ পরিচালনা করা হয়। ৪ টি ইউনিয়নের ১৪১ টি স্কুলের ১৪১ জন শিক্ষক এতে অংশগ্রহণ করে।

সেবিকা প্রশিক্ষণ

"স্বাস্থ্যই সকল সুখের মূল"। সমৃদ্ধি কর্মসূচির বিভিন্ন কার্যক্রমের মধ্যে স্বাস্থ্য কার্যক্রমের ভূমিকা অন্যতম। এরই আলোকে সেবিকাদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২ দিন ব্যাপী "স্বাস্থ্য সেবা ও পুষ্টি বিষয়ক" প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। সমৃদ্ধি কর্মসূচির ৪ টি ইউনিটের ৩৭ জন সেবিকা এই প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করে।

যুব প্রশিক্ষণ

যুব সমাজ হল ভবিষৎ প্রজন্ম। তাই যুব সমাজকে সুন্দর ভাবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে আইডিএফ সমৃদ্ধি কর্মসূচিভূক্ত ৪ টি ইউনিয়নে যুব সমাজের আত্মউপলব্ধি, নেতৃত্ব বিকাশ ও করণীয় শীর্ষক প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। ২ দিন ব্যাপী এই প্রশিক্ষণে ২০ টি ব্যাচে সমৃদ্ধি কর্মসূচিভূক্ত ৪ টি ইউনিয়নের ৬০০ জন যুব অংশগ্রহণ করে।

আয়বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ

সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতাধীন সমৃদ্ধি ঋণীদের আয়বৃদ্ধি মূলক বিভিন্ন বিষয়ে (যেমন: গবাদি পশু, হাসঁমুরগী পালন এবং পরিচর্যা, মাচা পদ্ধতিতে ছাগল পালন ও মাঠ পর্যায়ে বেড় তৈরি ইত্যাদি) প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ১৫ টি ব্যাচে সমৃদ্ধির আওতাধীন ৪টি ইউনিয়নের মোট ৪২৮ জন ঋণী সদস্য এই প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করে।

সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কার্যক্রম (সমৃদ্ধি)

আইডিএফ সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতাধীন ৪ টি ইউনিয়নে সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে বৈকালিক শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্রের ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ, অভিভাবকবৃন্দ, যুব ওর্য়াড ও ইউনিয়ন কমিটির সদস্যবৃন্দ এবং সমৃদ্ধি ওর্য়াড ও ইউনিয়ন সমন্বয় কমিটির সদস্যবৃন্দ। প্রতিযোগীবৃন্দ বিভিন্ন ইভেন্টে অংশগ্রহণ করে, এছাড়াও নবীণ-প্রবীণ ফুটবল ম্যাচের আয়োজন করা হয়। প্রতিযোগিতা শেষে বিজয়ীদের মাঝে পুরষ্কার বিতরণ করা হয়।

সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কার্যক্রম (প্রবীণ)

আইডিএফ প্রবীণ কর্মসূচির আওতাধীন ৭ টি ইউনিয়নে সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন প্রবীণ ওয়ার্ড ও ইউনিয়ন সমন্বয় কমিটির সদস্যবৃন্দ। প্রতিযোগীবৃন্দ বিভিন্ন ইভেন্টে অংশগ্রহণ করেন, এছাড়াও প্রবীণ ফুটবল ম্যাচের আয়োজন করা হয়। প্রতিযোগিতা শেষে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

পরিপোষক ভাতা ও মৃত সৎকার ভাতা প্রদান

প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে এই কর্মসূচির আওতায় প্রবীণদের পরিপোষক ভাতা প্রদান করা হয়। তবে এই ভাতা প্রদান করা হয় যাদের বয়স ৬০ বছরের উপরে এবং যারা অসহায় ও সরকারি বয়স্ক ভাতা থেকে বঞ্চিত। এই অর্থবছরে প্রবীণ কর্মসূচির ৭টি ইউনিটের মাধ্যমে ১৩৭ জন নারী ও ২৩৫ জন পুরুষকে ১১,১৬,০০০/= টাকা পরিপোষক ভাতা বাবদ প্রদান করা হয়। এছাড়াও আর্থিক ভাবে অসচ্ছল কোন প্রবীণ সদস্য মৃত্যুবরণ করলে, তার মৃতদেহের দাফন-কাফন/সৎকারের জন্য এই কর্মসূচির মাধ্যমে তাৎক্ষণিকভাবে মৃত ব্যক্তির পরিবারকে ২,০০০/- টাকা প্রদান করা হয়। জানুয়ারি-জুন ২০২২ সময়ে প্রবীণ কর্মসূচির মাধ্যমে ১৫ জনকে মৃত সৎকার ভাতা বাবদ ৩০,০০০/- টাকা প্রদান করা হয়।

প্রবীণ সোনালী উদ্যোগ

আইডিএফ এর প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায়ধীন ৭ টি ইউনিয়নের ৭ জন প্রবীণ সদস্যকে "প্রবীণ সোনালী উদ্যোগ (টি-স্টল) বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এককালীন ১৫,০০০/= টাকার চেক প্রদান করা হয়।

সহায়ক সামগ্রী হুইল চেয়ার বিতরণ

আইডিএফ এর প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির আওতাধীন ৭ টি ইউনিয়নে ২১ টি হইল চেয়ার বিতরণ করা হয়।

কৈশোর কর্মসূচি

ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (আইডিএফ) যাত্রার শুরু থেকে তৃণমূল পর্যায়ে পিছিয়ে থাকা সুবিধা বঞ্চিত শিশু, নারী, পুরুষ, আদিবাসী, প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর মৌলিক অধিকারসহ তাদের অবস্থা ও অবস্থানের ইতিবাচক পরিবর্তনের লক্ষ্যে কাজ করে আসছে। তারই ধারাবাহিকতায় আইডিএফ কৈশোর কর্মসূচি সাতকানিয়া ও বোয়ালখালী এলাকার কিশোর কিশোরীদের মানসিক ও শারীরিক সুস্বাস্থ্য গঠন নিয়ে কাজ করছে ২০১৯ হতে। ক্রমশই কর্মসূচির কার্যক্রম প্রসারতা লাভ করে এবং বর্তমানে রাঙ্গামাটি, বান্দরবান সহ মোট ৪টি ক্লাস্টারের ১৯টি ইউনিয়নে ৫২টি ক্লাব ও ২৩টি ফোরামে ৮০৪ জন কিশোর ও ১৪০২ জন কিশোরী সহ মোট ২২০৬ জন কিশোর কিশোরী নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। কিশোর কিশোরীদের শারীরিক ও মানসিক উন্নয়ন এর স্বার্থে কর্মসূচিটিকে ১) সামাজিক সচেতনতা এবং দক্ষতা ও জীবন শৈলী উন্নয়ন; ২) কৈশোর স্বাস্থ্য উন্নয়ন ও পুষ্টি সচেতনতা এবং ৩) সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কর্মকান্ড/ সুকুমার বৃত্তির চর্চা ও সুস্থ শারীরিক বিকাশ - এ তিনটি ধাপে সাজানো হয়েছে। কর্মসূচিগুলো পরিচালনা করছেন সংস্থার কৈশোর কর্মসূচির প্রোগ্রাম অফিসার আসমা সাদেকা সাবাহ, খাজা গোলাম ছামদানী, মোঃ শফি আলম, রমিতা তংচংঙ্গা। সার্বিক তত্ত্বাবধান ও মনিটরিং এর দায়িত্বে আছেন কর্মসূচির ফোকাল পারসন ও আইডিএফ এর কো-অর্ডিনেটর জনাব মহিউদ্দীন কায়সার।

সামাজিক সচেতনতা, দক্ষতা ও জীবন শৈলী উন্নয়ন

কিশোর কিশোরীরা নিজেদের নৈতিক মূল্যবোধকে কাজে লাগানোর জন্য সুযোগ সন্ধানী হয়ে থাকে। তাদের এই ভাল মনোভাব ধরে রাখতে প্রয়োজন নিয়মিত ভাল কাজের চর্চা ও নিজের দক্ষতা উন্নয়নের সুযোগ। আইডিএফ কৈশোর কর্মসূচি সে কাজটিই যথাযথ ভাবে করে আসছে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে। উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ হল জাতীয় দিবসসমূহের গুরুত্ব নিয়ে কর্মশালা ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন, মাদক ও দূর্নীতি বিরোধী, মূল্যবোধ সংক্রান্ত, কৈশোর কালীন মানসিক স্বাস্থ্য, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বিষয়ক বিভিন্ন কর্মশালা ও উঠান বৈঠক আয়োজন, বিতর্ক কর্মশালা ও পাঠাগার স্থাপন। কৈশোর কর্মসূচির আওতায় কিশোর কিশোরীদের বইমুখী করার মাধ্যমে তাদের জ্ঞানের প্রসারতা বাড়াতে ক্লাবওয়ারী ছোট ছোট পাঠাগার স্থাপন করা হয়। তাদের চাহিদা মোতাবেক কিছু বই কর্মসূচির আওতায় প্রদান করা হয়। এছাড়াও শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনী, মুক্তিযুদ্ধের কাহিনী ও ইতিহাস, পদ্মা সেতু, বেগম রোকেয়া ও মাওলানা ভাসানীর জীবনী নিয়ে পাঠচক্র করা হয়। কিছু ক্লাবে প্রতি মাসে অথবা ত্রৈমাসিক পাঠচক্র অনুষ্ঠিত হয় এবং পাঠাগারের বই ও পাঠচক্র ঘিরে কুইজ, উপস্থিত বক্তৃতাসহ বিভিন্ন রকম প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়ে থাকে। বর্তমানে ৪ ক্লাস্টার মিলে মোট ৫০টি পাঠাগার চলমান আছে। এসকল কার্যক্রমে ৩৮০টি ক্লাবের ৪,৮৭১ জন কিশোর-কিশোরী ও ৩৬৬ জন অভিভাবক অংশগ্রহণ করেন।

কৈশোর স্বাস্থ্য উন্নয়ন ও পুষ্টি সচেতনতা

কর্মসূচির আওতায় কিশোর কিশোরীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করতে বিভিন্ন রকম পদক্ষেপ নেয়া হয়। জানুয়ারি-জুন ২০২২ সময়ে অনুষ্ঠিত কাযক্রমসমূহ তুলে ধরা হল। কার্যক্রম গুলো চলমান।

প্রাথমিক চিকিৎসা বিষয়ক কর্মশালা

জীবনে সুস্থ্যভাবে বেচে থাকার জন্য শিশুকাল থেকেই যত্নের প্রয়োজন। তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বর্পূণ হল কৈশোরকালীন স্বাস্থ্য সেবা। তারই ধারাবাহিকতায় এই কর্মশালার আয়োজন করা হয়। কর্মশালায় কিশোরীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা বলতে কি বোঝায়, পুষ্টিকর খাবার, নিয়মিত ঋতুস্রাব হওয়ার গুরুত্ব, সে সময়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বিষয়ক আলোচনা, নিয়মিত প্যাড ব্যবহার, কাপড় ব্যবহারের ঝুঁকি, জরায়ু ক্যান্সার কেন হয়, বাল্য বিবাহ, অল্প বয়সে (১৮ বছরের নিচে) মাতৃকালীন ঝুকি, ব্লাড গ্রুপ জানার প্রয়োজনীয়তা, নিয়মিত টিকা প্রদান, প্রাথমিক চিকিৎসা-ডায়রিয়া, হাত পা কাটা, জ্বর, খিঁচুনী, মাথাব্যাথা, অজ্ঞান হওয়া, আগুনে পোড়া, সাপে কামড়, গলায় কাটা ইত্যাদ বিষয়ে কি কি করণীয় সে সর্ম্পকে আলোকপাত করা হয়। এসব কর্মশালায় ৪ টি ক্লাস্টারের ২৫ টি ক্লাবের ৫৩৪ জন কিশোর কিশোরী এবং ১৮৬ জন অভিভাবক অংশ নেয়।

স্বল্প মূল্যে প্যাড বিতরণ, বিনা মূল্যে ব্লাড গ্রপ ও স্বাস্থ্য পরীক্ষা

আইডিএফ মেয়েদের ঋতুর্বতীকালীন সময়কে সুরক্ষিত করতে পিছিয়ে পড়া সমাজের কিশোরীদের স্বল্পমূল্যে প্যাড বিতরণের উদ্যোগ নেয়। সকল ক্লাবে স্বল্প মূল্যে প্যাড বিতরণের পাশাপাশি সদস্য ও তাদের অভিভাবকদের ব্লাড গ্রুপ ও স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়। স্বাস্থ্যসেবায় ছিলেন রাঙ্গামাটি, বান্দরবান, বোয়ালখালী ও সাতকানিয়া এরিয়ার আইডিএফ প্যারামেডিক দলের অমিত বড়ুয়া, তমাল ভারতী, আফজাল হোসেন রাজু, মোঃ মাহবুব এলাহী। জানুয়ারি-জুন ২০২২ সময়ে ৪টি ক্লাস্টারে সর্বমোট ২২৭২ জনের বিনামূল্যে ব্লাড গ্রুপ নির্ণয় করা হয়, ডায়াবেটিস নির্ণয় করা হয় ৬১৬ জনের এবং ২৯০৬ জন কিশোরীর মাঝে স্বল্প মূল্যে প্যাড বিতরণ করা হয়।

সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কর্মকান্ড: সুকুমার বৃত্তির চর্চা ও সুস্থ শারীরিক বিকাশ

কিশোর কিশোরীদের সুস্থ মননের বিকাশে সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কর্মকান্ডের কোন বিকল্প নেই। তাদের সুন্দর চিন্তাধারার মানুষ হিসেবে গড়তে ও তারা যেন কোন অনৈতিক কাজে নিজেকে জড়িয়ে না ফেলে তাই নিয়মিত সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া চর্চা অব্যাহত রাখা দরকার। এছাড়া দেশপ্রেম, দেশাত্ববোধ জাগিয়ে তুলতে তাদের মধ্যে সাংস্কৃতিক চর্চা বজায় রাখা একটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশল। তাই কৈশোর কর্মসূচি প্রতিটি ক্লাস্টারের সকল ক্লাবে নিয়মিত ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক চর্চা করে যাচ্ছে। বিভিন্ন প্রতিযোগিতার মাধ্যমে কার্যক্রমগুলো পরির্চচার পাশাপাশি তাদের উৎসাহ প্রদানে বিভিন্ন ধরনের পুরস্কার প্রদান করা হয়। কিশোর কিশোরীদের পাশাপাশি তাদের অভিভাবকদের নিয়েও বিভিন্ন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয় এবং তাদের পুরস্কৃত করা হয়। জানুয়ারি-জুন ২০২২ সময়ে ৪ টি ক্লাস্টারের ৪৮৭ জন কিশোর কিশোরী বিতর্ক কর্মশালায় ও ৩৪৯ জন কিশোর কিশোরী চিত্রাংকন প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। রচনা প্রবন্ধ, কুইজ, উপস্থিত বক্তৃতা, গল্প বলা, কেরাত, সংগীত ও অনান্য প্রতিযোগিতায় অংশ নেয় ৮৪২ জন কিশোর কিশোরী। এছাড়াও রাঙ্গামাটি ক্লাস্টারের ৪৮৭ জন কিশোর কিশোরীকে নিয়ে বসন্ত উৎসব উদযাপন করা হয়। ক্রীড়া কার্যক্রমের অধীনে ক্রিকেট, ফুটবল, ব্যাডমিন্টন, কাবাডি, দাবা, লুডু, ক্যারাম, দড়ি লাফ, মোরগ লড়াই, বল নিক্ষেপ, মার্বেল, চামচ, সুইসুতা, পিলো পাসিং, দৌড়, বস্তা দৌড় প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয় যেখানে ১২৫৮ জন কিশোর কিশোরী ও ১৪৪ জন অভিভাবক অংশগ্রহণ করে।

হালদা সংবাদ

হালদা নদী এ উপমহাদেশের স্বাদু পানির কার্প জাতীয় মাছের একমাত্র প্রাকৃতিক প্রজনন ক্ষেত্র। একসময় প্রচুর ডিম পাওয়া যেত এ নদীতে। জলবায়ু পরিবর্তন ও মনুষ্যসৃষ্ট নানা কারণে ডিমের পরিমাণ অনেক কমে যাচ্ছিল দিনদিন। এ অবস্থা থেকে হালদাকে উদ্ধারের লক্ষ্যে পিকেএসএফ আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠান-ইফাদের সহায়তাপুষ্ট PACE প্রকল্পের অর্থায়নে বিগত ১০ই এপ্রিল, ২০১৬ তারিখ হতে পিকেএসএফ এর সহযোগী সংস্থা 'ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (আইডিএফ)' এর মাধ্যমে " হালদা নদীতে মাছের প্রাকৃতিক প্রজনন ক্ষেত্র সংরক্ষণ ও উন্নয়ন" শীর্ষক ভ্যালু চেইন প্রকল্প হাতে নেয়। এ প্রকল্পে হালদার মা মাছ রক্ষা ও হালদাকে দূষণমুক্ত করার জন্য এলাকার জনগণ, সাংসদ, স্থানীয় নেতৃবৃন্দ, মৎস্য বিভাগ, প্রশাসন, সাংবাদিক, স্থানীয় ডিম সংগ্রহকারী, মৎস্যজীবি, কৃষক সবাইকে সম্পৃক্ত করা হয়। এছাড়াও হালদা নদীর উপর গবেষণা করার জন্য চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি হালদা রিভার রিসার্চ ল্যাব প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। জানুয়ারি-জুন ২০২২ সময়ে সম্পাদিত কিছু কাজের অংশ এখানে তুলে ধরা হল।

চবি'তে ১৫ জন ছাত্রছাত্রীকে হালদা শিক্ষাবৃত্তি প্রদান

বিগত ২ জুন, ২০২২ তারিখে পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) ও উন্নয়ন সংস্থা ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (আইডিএফ) এর যৌথ সহযোগিতায় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিষ্ঠিত হালদা রিভার রিসার্চ ল্যাবরেটরীতে হালদা নদীর উপর গবেষণারত ১৫ শিক্ষার্থীর মাঝে শিক্ষা বৃত্তি প্রদান করা হয়। হালদা রিভার রিসার্চ ল্যাবরেটরী কো-অর্ডিনেটর এবং চবি প্রাণিবিদ্যা বিভাগের চেয়ারম্যান হালদা গবেষক অধ্যাপক ড. মো. মনজুরুল কিবরিয়ার সভাপতিত্বে উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আইডিএফ এর সম্মানিত নির্বাহী পরিচালক জনাব জহিরুল আলম। এতে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আইডিএফ এর উপদেষ্টা প্রফেসর শহীদুল আমিন চৌধুরী, সদস্য হোসনে আরা বেগম প্রমুখ। সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে আইডিএফ এর প্রধান নির্বাহী জহিরুল আলম চবিতে অধ্যয়নরত উক্ত অনুষ্ঠানে বৃত্তিপ্রাপ্ত হালদা নদীর উপর গবেষণারত শিক্ষার্থীদের নদী রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

হালদা নদী রক্ষায় মতবিনিময় সভা

হাটহাজারী উপজেলায় গড়দুয়ারা নয়াহাট এলাকার হালদা চত্বরে হালদা নদী রক্ষা কমিটির উদ্যোগে "হালদা নদী (বঙ্গবন্ধু মৎস্য হেরিটেজ) রক্ষায়" বিগত ৩ ফেব্রুয়ারি ২০২২ তারিখে এক মতবিনিময় সভা আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আইডিএফ এর সম্মানিত নির্বাহী পরিচালক জনাব জহিরুল আলম। সভাপতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন হালদা রিভার রিসার্স ল্যাবরেটরীর কো-অর্ডিনেটর এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রানিবিদ্যা বিভাগের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মো. মনজুরুল কিবরিয়া। অনুষ্ঠানটি হালদা নদী রক্ষা কমিটির সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলীর সঞ্চালনায় পরিচালিত হয়। স্বাগত বক্তব্য রাখেন হালদা নদী রক্ষা কমিটির সহ-সভাপতি চৌধুরী ফরিদ। এছাড়া চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশন নর্থ আমেরিকা ইনক এর সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত সভায় অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চবি এলামনাই এসাসিয়েশন নর্থ আমেরিকা ইনক উপদেষ্টা মাহমুদ আহমেদ, হালদা নদী রক্ষা কমিটির উপদেষ্টা আমেরিকান প্রবাসী মোঃ আবু ইউসুফ, আইডিএফ এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য প্রফেসর শহীদুল আমিন চৌধুরী, চবি এলামনাই এসোসিয়েশনের সদস্য মবিনুল হক, বিএমএ জাতীয় কাউন্সিলর ডা ইমতিয়াজ উদ্দিন নাহিদ, রাজিব চৌধুরী। পরে অতিথিবৃন্দ হালদার ডিম সংগ্রহকারীদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করেন ।

ইফাদ প্রতিনিধির হালদা নদীর স্টেকহোল্ডারদের সাথে মতবিনিময় সভা ও পরিদর্শন

আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থা ইফাদ ও পিকেএসএফ প্রতিনিধি দলের পরিদর্শনে বিগত ২৯ মে ২০২২ তারখে হাটহাজারী উপজেলার গড়দুয়ারা ইউনিয়নের নয়াহাটের হালদা চত্বরে আইডিএফ এর উদ্যোগে "হালদা নদীর স্টেকহোল্ডারদের সাথে এক মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আইডিএফ এর সম্মানিত নির্বাহী পরিচালক জনাব জহিরুল আলম। মতবিনিময় সভায় উপস্থিত ছিলেন হালদা রিভার রিসার্চ ল্যাবরেটরীর গবেষক, আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থা ইফাদ ও পিকেএসএফ এর উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাবৃন্দ। "হালদা নদীর উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও হালদা উৎসের পোনার বাজার সম্প্রসারণ' শীর্ষক ভ্যালু চেইন উন্নয়ন উপ-প্রকল্পের আওতায় হালদা নদী রক্ষা কমিটি, ডিম সংগ্রহকারী এবং স্বেচ্ছাসেবকদের সাথে উন্মুক্ত আলোচনায় হালদা নদীর গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ তুলে ধরা হয়। এছাড়া ইফাদের প্রতিনিধি দল মাঠ পর্যায়ে প্রকল্পের কার্যক্রমসমূহ ও আইডিএফ হালদা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র সরেজমিনে পরিদর্শন করেন এবং সার্বিকভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

তামাক চাষীদের বিকল্প জীবিকায়নের লক্ষ্যে মতবিনিময় সভা

বিগত ১৭ জানুয়ারি ২০২২, "হালদা নদীর উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও হালদা উৎসের পোনার বাজার সম্প্রসারণ" শীর্ষক ভ্যালু চেইন উন্নয়ন উপ-প্রকল্পের আওতায় - তামাক চাষীদের বিকল্প জীবিকায়নে উপকারভোগীদের সাথে মতবিনিময় সভায় পিকেএসএফ এর সম্মানিত অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ ফজলুল কাদের প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। আলোচনায় তিনি হালদা নদীর দূষণ নিয়ন্ত্রণে তামাক চাষীদের তামাক চাষের পরিবর্তে বিকল্প জীবিকায়নের জন্য উচ্চমূল্যের ফসল চাষ, দেশী মুরগি বা হিলি চিকেন ও গাভী পালন, গরু মোটাতাজাকরণ এবং মাছ চাষের প্রতি গুরুত্বারোপ করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আইডিএফ এর সম্মানিত নির্বাহী পরিচালক জনাব জহিরুল আলম। মতবিনিময়কালে তিনি তামাক চাষীদের বিকল্প জীবিকায়নের জন্য সার্বিক সহযোগিতার

আশাবাদ ব্যক্ত করেন। উল্লেখ্য যে, ২০১৮ সাল থেকে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন এর PACE প্রকল্পের অর্থায়নে ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন খাগড়াছড়ি জেলার মানিকছড়ি উপজেলার হালদা নদীর দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও মিঠা পানির প্রবাহ নিশ্চিতকরণের জন্য হালদা নদীর পাড়ে দুর্গম পাহাড়ী এলাকায় তামাকচাষীদের বিকল্প জীবিকায়ন নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে ।

তামাকচাষীদের বিকল্প জীবিকায়নে কৃষকদের সাথে পিকেএসএফ টীমের উন্মুক্ত আলোচনা

বিগত ১২ এপ্রিল ২০২২ পিকেএসএফ এর সম্মানিত ভ্যালুচেইন প্রজেক্ট ম্যানেজার জনাব মোঃ এরফান আলী "হালদা নদীর উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও হালদা উৎসের পোনার বাজার সম্প্রসারণ" শীর্ষক ভ্যালুচেইন উন্নয়ন উপ-প্রকল্পের আওতায় তামাক চাষীদের বিকল্প জীবিকায়নের বিভিন্ন কার্যক্রম মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে তিনি কৃষকদের সাথে মতবিনিময় করেন। আলোচনায় তিনি বলেন, কার্প জাতীয় মাছের অন্যতম প্রাকৃতিক প্রজননক্ষেত্র হালদা নদীর উৎপত্তিস্থল খাগড়াছড়ি জেলার মানিকছড়ি অঞ্চলে হালদা নদীর দূষণ নিয়ন্ত্রণে ও স্বাস্থ্য রক্ষায় তামাক চাষীদেরকে তামাক চাষ থেকে বিরত থাকার বিষয়ে বিভিন্ন আইজিএ নিয়ে পরামর্শ প্রদান করেন।

স্বেচ্ছাসেবক ও ডিম সংগ্রহকারীদের সাথে মতবিনিময় সভা

হাটহাজারী উপজেলা গড়দুয়ারা ইউনিয়নের নয়াহাটের হালদা চত্বরে বিগত ৮ মে ২০২২ আইডিএফ এর উদ্যোগে "স্বেচ্ছাসেবক ও ডিম সংগ্রহকারীদের সাথে এক মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আইডিএফ এর সম্মানিত নির্বাহী

পরিচালক জনাব জহিরুল আলম। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন হালদা রিভার রিসার্স ল্যাবেরেটরীর কো-অর্ডিনেটর এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিদ্যা বিভাগের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মো. মনজুরুল কিবরীয়া। অনুষ্ঠানটিতে স্বাগত ও শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন আইডিএফ'র উপদেষ্টা প্রফেসর মোঃ শহীদুল আমিন চৌধুরী। এছাড়া উক্ত অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম জেলা মৎস্য কর্মকর্তা ফারহানা লাভলী, নৌ পুলিশ চট্টগ্রাম অঞ্চলের পুলিশ সুপার জনাব মোঃ মোমিনুল ইসলাম ভূঁইয়া পিপিএম, হাটহাজারী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব মোঃ শাহিদুল আলম। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা পীযূষ প্রভাকর, সদরঘাট নৌ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এবিএম মিজনুর রহমানসহ প্রমূখ।

ডিম সংগ্রহের কলাকৌশল বিষয়ক প্রশিক্ষণ

বিগত ১২ মে ২০২২ "হালদা নদীর উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও হালদা উৎসের পোনার বাজার সম্প্রসারণ" শীর্ষক ভ্যালু চেইন উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় হ্যাচারি উদ্যোক্তা মোঃ নূর নবীর মিনি হ্যাচারিতে কার্প জাতীয় (রুই, কাতলা, মৃগেল, কালিবাউস) মাছের অন্যতম প্রাকৃতিক প্রজননক্ষেত্র হালদা নদীর তীরবর্তী অঞ্চল মিস্ত্রি বাপের ঘাট, উরকিরচর, রাউজান উপজেলায় ২৫ জন ডিম সংগ্রহকারীদের নিয়ে "ডিম সংগ্রহের কলাকৌশল বিষয়ে" ১ দিনের একটি অনাবাসিক প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে উত্তম ব্যবস্থাপনায় ডিম সংগ্রহের বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেন আইডিএফ মৎস্য কর্মকর্তা ও প্রকল্প ব্যবস্থাপক জনাব মাহমুদুল হাসান। অভিজ্ঞ ডিম সংগ্রহকারী হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো তুলে ধরেন কামাল সওদাগর, ইলিয়াস হোসেন এবং আশু বড়ুয়া। তাঁরা হালদা নদী হতে ডিম সংগ্রহের পূর্ব-প্রস্তুতি, ডিম সংগ্রহকালীন ব্যবস্থাপনা এবং ডিম সংগ্রহের পরবর্তীতে হ্যাচারি বা মাটির কুয়ায় ডিম মজুদকরণ ও সতর্কতার বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক-নির্দেশনা প্রদান করেন। উক্ত প্রশিক্ষণে অতিথিবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন নৌ-পুলিশের সাব-ইন্সপেক্টর জনাব মোঃ এনামুল হক, স্থানীয় জন প্রতিনিধি ওয়ার্ড মেম্বার জনাব জানে আলম এবং জনাব জুয়েল প্রমুখ।

হালদা: প্রাকৃতিক মৎস্য প্রজনন এলাকা শীর্ষক সেমিনার

চট্টগ্রাম সমিতি - ঢাকার উদ্যোগে বিগত ১৮ জুন, ২০২২ তারিখে বিকেল ৩:০০ টায় তোপখানা রোডস্থ চট্টগ্রাম সমিতি মিলনায়তনে "হালদা: প্রাকৃতিক মৎস্য প্রজনন ও সংরক্ষণ" শীর্ষক একটি কারিগরি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব ড. আহমদ কায়কাউস। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশের কন্ট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরী, পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব কবির বিন আনোয়ার, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. মোহাম্মদ ইয়ামিন চৌধুরী এবং বিশিষ্ট মিডিয়া ব্যক্তিত্ব শাইখ সিরাজ। প্যানেল আলোচক ছিলেন চট্টগ্রাম সমিতি-ঢাকার ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান ও পরিবেশ বিজ্ঞানী প্রফেসর ড. আনসারুল করিম এবং ইস্ট ডেল্টা ইউনিভার্সিটির উপাচার্য প্রফেসর এম সেকান্দার খান। যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও হালদা বিষয়ক সেমিনার উপকমিটির সদস্য সচিব মাহমুদ সালাউদ্দীন চৌধুরীর সঞ্চালনায় চট্টগ্রাম সমিতি - ঢাকা'র সভাপতি জয়নুল আবেদীন জামালের সভাপতিত্বে সেমিনারে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন সাধারণ

সম্পাদক মোহাম্মদ শাহাদাত হোসেন হিরো। সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন প্রফেসর ড. মোঃ মনজুরুল কিবরীয়া, চেয়ারম্যান, প্রাণিবিদ্যা বিভাগ এবং সমন্বয়ক, হালদা রিভার রিসার্চ ল্যাবরেটরি, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়। আইডিএফ ও পিকেএসএফ কর্তৃক হালদা নদীর প্রজনন ক্ষেত্র উন্নয়ন ও হালদা উৎসের পোনার বাজার সম্প্রসারণ নিয়ে আলোচনা করেন আইডিএফ এর নির্বাহী পরিচালক জনাব জহিরুল আলম।

ট্রাইকো-কম্পোষ্ট উৎপাদন ও ব্যবহার বিষয়ক প্রশিক্ষণ:

বিগত ০৪ এপ্রিল, ২০২২ সকাল ০৯.০০ ঘটিকায় কার্প জাতীয় (রুই, কাতলা, মৃগেল, কালিবাউস) মাছের অন্যতম প্রাকৃতিক প্রজননক্ষেত্র হালদা নদীর উজানে খাগড়াছড়ি জেলার মানিকছড়ি উপজেলায় হালদা নদীর দূষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য তামাক চাষীদের বিকল্প জীবিকায়নের লক্ষ্যে ২৫ জন কৃষককে "ট্রাইকো-কম্পোষ্ট উৎপাদন ও ব্যবহার বিষয়ে" অনাবাসিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা জনাব মোঃ হাসিনুর রহমান এবং আইডিএফ উদ্যানতত্ত্ববিদ জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান। তাঁরা ট্রাইকো-কম্পোষ্ট উৎপাদন ও ব্যবহার বিষয়ে বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেন এবং কৃষকদের হাতে কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। এছাড়া উক্ত প্রশিক্ষণটি সমন্বয় ও সঞ্চালনা এবং হালদা নদীতে তামাক চাষের ক্ষতিকর প্রভাব নিয়ে আলোচনা করেন জনাব মাহমুদুল হাসান, প্রকল্প ব্যবস্থাপক ও মৎস্য কর্মকর্তা, হালদা নদীর উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও হালদা উৎসের পোনার বাজার সম্প্রসারণ প্রকল্প, আইডিএফ।

মালচিং পদ্ধতিতে গ্রীষ্মকালীন তরমুজ চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ

বিগত ০৬ এপ্রিল ২২ হালদা নদীর উজান খাগড়াছড়ি জেলার মানিকছড়ি উপজেলায় হালদা নদীর দূষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য তামাক চাষীদের বিকল্প জীবিকায়নের লক্ষ্যে ২৫ জন কৃষককে "মালচিং পদ্ধতিতে গ্রীষ্মকালীন তরমুজ চাষ বিষয়ে" অনাবাসিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা জনাব মোঃ হাসিনুর রহমান এবং আইডিএফ উদ্যানতত্ত্ববিদ ও কৃষি কর্মকর্তা জনাব মোঃ আজমারুল হক। তাঁরা মালচিং পদ্ধতিতে গ্রীষ্মকালীন তরমুজ চাষ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেন এবং কৃষকদের হাতে কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। এছাড়া উক্ত প্রশিক্ষণটি সমন্বয় ও সঞ্চালনা এবং হালদা নদীতে তামাক চাষের ক্ষতিকর প্রভাব নিয়ে আলোচনা করেন জনাব মাহমুদুল হাসান, প্রকল্প ব্যবস্থাপক।

স্বেচ্ছাসেবকদের সাথে মতবিনিময় সভা ও ভাতা প্রদান

আইডিএফ কর্তৃক হালদা নদীর মা মাছ রক্ষাকরণে ৪০ জন স্বেচ্ছাসেবকের সাথে হাটহাজারী উপজেলা গড়দুয়ারা এলাকায় হালদা নদীর নয়াহাট কুম চত্বরে বিগত ৭ ফেব্রুয়ারি ২০২২ এক মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয় এবং উক্ত সভায় স্বেচ্ছাসেবকদের সম্মানীভাতা বাবদ প্রায় ৫ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন হালদা রিভার রিসার্স ল্যাবরেটরীর কো-অর্ডিনেটর এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিদ্যা বিভাগের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মোঃ মনজুরুল কিবরীয়া এবং সভাপতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মুহাম্মদ শাহ আলম, যোনাল ম্যানেজার ও সঞ্চালনায় ছিলেন জনাব মাহমুদুল হাসান, প্রকল্প ব্যবস্থাপক।

হালদা নদীতে কার্প জাতীয় মাছের ডিম নিষিক্তকরণ ও সংগ্রহকরণ কলাকৌশল

বাংলাদেশের প্রায় ৮০০ নদীর মধ্যে দেশের পার্বত্য অঞ্চল চট্টগ্রামের ছোট্ট একটি নদী হালদা (Halda River) যা মূলত রুই, কাতলা, মৃগেল এবং কালিবাউশ মাছের (Indian Major Carp) প্রাকৃতিক মৎস্য প্রজনন ক্ষেত্র হিসেবে পরিচিত। এটি বিশ্বের একমাত্র জোয়ার-ভাটার নদী যেখান থেকে সরাসরি ইন্ডিয়ান মেজর কার্প বা রুই জাতীয় মাছের নিষিক্ত ডিম (Fertilized Egg) সংগ্রহ করা হয়। প্রাকৃতিক পরিবেশে সহজাত প্রবৃত্তিতে মাছের যে প্রজনন হয় তাকে প্রাকৃতিক প্রজনন বলে। মাছের প্রাকৃতিক প্রজনন কতকগুলো পারিবেশিক বিষয়ের উপর নির্ভরশীল, যা মাছের জন্য অনুকূল হলে মাছ প্রজনন করে এবং প্রাকৃতিক পরিবেশে ডিম ছাড়ে। এক্ষেত্রে প্রাকৃতিক প্রজননে প্রভাব বিস্তারকারী বিষয়সমূহ হলো- ১. জলাশয়ের ধরণ, ২. সময়, ৩. ঋতু এবং ৪. আবহাওয়া। প্রজনন মৌসুমে পানিতে স্ত্রী মাছ ডিম এবং পুরুষ মাছ শুক্রানু মুক্ত করে। ফলে মাছের ডিম দেহের বাহিরে নিষিক্ত হয়। কার্পজাতীয় মাছ বছরে সাধারণত একবার প্রজনন করে থাকে। বর্ষাকালে অধিকাংশ মাছের প্রজনন হয়। হালদা নদীতে প্রজননকাল বর্তমানে এপ্রিল থেকে জুন মাস (৬টি জো) পর্যন্ত বিস্তৃত। পানির তাপমাত্রা, আলোর তীব্রতা, মেঘলা আকাশ, মাছের প্রজনন এবং ডিম পাড়ার আদর্শ স্থান ও সময়। তাছাড়া মাছের ডিম পাড়ার উপযুক্ত তাপমাত্রা ২৮-৩১ ডিগ্রি সেলসিয়াস। হালদা নদীতে রুই জাতীয় মাছের ডিম ছাড়ার কারণ নিয়ে অনেক গবেষণা হয়েছে। সবকিছু বিবেচনায় নিয়ে সংক্ষেপে এর কারণ হিসেবে একটি বিশেষ সময়ে বা তিথিতে এই নদীর ভৌত, রাসায়নিক ও জৈবিক বৈশিষ্টসমূহ রুই জাতীয় মাছের ডিম পাড়ার অনুকূলে থাকার বিষয়টিই প্রাধান্য পেয়ে থাকে। যেমন-

(১) ভৌত প্রভাবক: নদীতে পতিত পাহাড়ি ঝর্না বা ছড়ার মাধ্যমে পুষ্টি সমৃদ্ধ উজানের বিল থেকে আসা ঢল, নদীর বাঁক ও গভীরতা, পরিমিত তাপমাত্রা, তীব্র স্রোত, ফেনিল ঘোলাত্ব, জোয়ার-ভাটার ক্রিয়া ও বজ্রসহ প্রচুর বৃষ্টিপাত একটি বিশেষ সময়ে বা তিথিতে উপযুক্ত মাত্রায় বিরাজ করে।

(২) রাসায়নিক প্রভাবকগুলো হচ্ছে কম কন্ডাক্টিভিটি, সহনশীল দ্রবীভূত অক্সিজেন।

(৩) জৈবিক প্রভাবক: উজানে অবস্থিত বিল থেকে উৎপন্ন হওয়া পাহাড়ি ঝর্ণা বা ছড়া বিধৌত পানিতে প্রচুর ম্যাক্রো ও মাইক্রো পুষ্টি উপাদান থাকায় নদীর পানিতে মাছের প্রাকৃতিক খাদ্যের প্রাচুর্যতা থাকে যা প্রজননপূর্ব গোনাডের পরিপক্বতায় সাহায্য করে।

১৯৭০ সাল পর্যন্ত দেশের দুই-তৃতীয়াংশ কার্প জাতীয় মাছের পোনা এ হালদা নদী থেকে সরবরাহ হত। ১৯৮০ সাল থেকে হ্যাচারিতে উৎপন্ন ডিমই আমাদের মাছ চাষের পোনার প্রধান উৎস্য। কিন্তু ইনব্রিডিং এর কারণে হ্যাচারিতে উৎপাদিত পোনাসমূহের বৃদ্ধির হার কম এবং বিভিন্ন ধরণের বিকলাঙ্গতার হার বেশী। এ কারণেই মৎস্য চাষীরা পুনরায় হালদা নদী থেকে পোনা সংগ্রহে উদ্বুদ্ধ হচ্ছে।

কার্প জাতীয় মাছের রেণু পোনার প্রধান উৎস হলো নদী। প্রজনন মৌসুমে (এপ্রিল-জুন) মাসে যখন জো শুরু হয় তখন হালদা নদীর তীরে ডিম সংগ্রহকারীরা বজ্রপাতসহ পাহাড়ি ঢলের অপেক্ষায় প্রস্তুত থাকেন। ডিম সংগ্রহের পূর্বে ডিম থেকে রেণু উৎপাদনের জন্য তারা বংশপরম্পরায় স্থানীয় মাটির কুয়া প্রস্তুত রাখেন। গবেষণায় দেখা গেছে মাটির কুয়ায় হ্যাচিং রেট কম হলেও পোনার মৃত্যুর হার খুবই কম।। বর্তমানে হালদা নদীর অববাহিকায় আইডিএফ এর একটি অত্যাধুনিক হ্যাচারি স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও সরকারিভাবে ৫টি হ্যাচারি রয়েছে ডিম সংগ্রহকারীদের জন্য। ডিম সংগ্রহের প্রয়োজনীয় উপকরণসমূহ হলো - (১) ১০-১২ ফুট আকারের একটি কাঠের নৌকা, (২) কমপক্ষে ২ জন ডিম সংগ্রহকারী, (৩) ডিম সংগ্রহের জন্য নৌকার আকারের থেকে ২ ফুট অতিরিক্ত লম্বাবিশিষ্ট মশারীর মতো নরম জাল, (৪) কমপক্ষে ১০-১২ ফুট দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট ২টি লম্বা বাঁশ, (৫) ২টি নোঙর, (৬) ২টি জুঁইর, (৭) ১ খন্ড মার্কিন নরম কাপড়, (৮) কমপক্ষে ১৫ লিটার বিশিষ্ট ১টি বালতি। এছাড়া ১টি করে গামলা ও মগ প্রয়োজন।

ডিম সংগ্রহের সময় ডিম সংগ্রহকারীরা নদীর কুম এলাকার ডিম প্রাপ্তির সম্ভাব্য স্থানে নৌকার নোঙ্গর স্থাপন স্থির করেন। দুজন ডিম সংগ্রহকারীর হাতে দুটি বাঁশের খুটির সাহায্যে জাল খাটানো হয়। ধাপে ধাপে সংগৃহীত ডিম নৌকার গুদিতে রাখা হয়। কিছুক্ষণ পরপর পানি পরিবর্তন করা হয় এবং গুদির পরিবেশ ঠান্ডা রাখা হয়। ৩-৫ ঘন্টার মধ্যে ডিম সংগ্রহ সম্পন্ন করা হয়। পরবর্তীতে ডিমগুলো পরিষ্কার করে স্থানীয় মাটির কুয়া ও হ্যাচারিতে স্থানান্তর করা হয়। নিম্নে ডিম সংগ্রহের অন্যতম উপকরণ জুঁইর, নৌকার গুদি ও ডিম সংরক্ষণের জন্য মাটির কুয়ার ছবি দেয়া হল।

পরিদর্শন

নেপালি টীমের আইডিএফ কার্যক্রম পরিদর্শন

নেপালের বিভিন্ন ক্ষুদ্র ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মকর্তাগণ বিগত কয়েক বছর ধরেই বাংলাদেশে ক্ষুদ্র ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠান সমুহের

কার্যক্রমের উপর অভিজ্ঞতা অর্জনের উদ্দেশ্যে এক্সপোজার ভিজিটে আসছেন। তারই ধারাবাহিকতায় বিগত জানুয়ারি-জুন ২০২২ সময়ে নেপালের ৩টি ক্ষুদ্রঋণ সংশ্লিষ্ট সংস্থা থেকে ৫টি ব্যাচে ৫৫ জন প্রতিনিধি বাংলাদেশে আসেন এবং আইডিএফসহ বিভিন্ন এনজিও পরিচালিত ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। প্রত্যেকটি ব্যাচের প্রতিনিধিদের ঢাকাস্থ আইডিএফ অফিসে অভ্যর্থনা জানানো হয়। বাংলাদেশে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের উপর, বিশেষ করে আইডিএফ এর সকল কার্যক্রমের বিষয়ে তাদের সাথে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। প্রত্যেকটি ব্যাচের অংশগ্রহণকারীদের পরে চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার অঞ্চল পরিদর্শনে নিয়ে যাওয়া হয়। বাংলাদেশে অবস্থানকালীন তাঁরা আইডিএফ, গ্রামীণ ব্যাংক ও অন্যান্য ক্ষুদ্রঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের ঋণ কার্যক্রম সরেজমিনে অবলোকন করেন। উল্লেখিত সকল টীমের কো-অর্ডিনেটর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন জনাব হারুন-অর-রশিদ ও রাহাত চৌধুরী।

অন্যান্য সংবাদ

এসইপি প্রকল্পের আওতায় পন্য সনদায়ন বিষয়ক কর্মশালা

১লা মার্চ, ২০২২ আইডিএফ-এসইপি এর তত্ত্বাবধানে, পিকেসএফ এর সাসটেইনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রজেক্ট এর "পরিবেশ-বান্ধব দুগ্ধ খামারের মাধ্যমে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন" শীর্ষক উপ-প্রকল্পের আওতায় কর্ণফুলী উপজেলা হল রুমে খামারী ও দুগ্ধ ব্যবসায়ীদের নিয়ে পন্য সনদায়ন বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মশালার সভাপতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা শাহিনা সুলতানা, প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা চেয়ারম্যান (কর্ণফুলী), জনাব ফারুক চৌধুরী ও বিএসটিআই এর সেনেটারি কর্মকর্তা মনোয়ারা বেগম। এছাড়াও কর্ণফুলী দুগ্ধ ক্লাস্টারের দুধ উৎপাদন খামারি ও বিভিন্ন দুগ্ধ আউটলেটে দুধ সরবরাহকারী এবং আইডিএফ-এসইপি প্রকল্পের প্রকল্প ব্যবস্থাপক কৃষিবিদ এবিএম আমিনুল হক সহ প্রকল্পের অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ। সঞ্চালনা করেন প্রকল্প ব্যবস্থাপক জনাব এবিএম আমিনুল হক। কর্মশালায় বিএসটিআই এর সেনেটারি কর্মকর্তা মনোয়ারা বেগম নিরাপদ দুধ উৎপাদনে খামার/উদ্যোক্তা পর্যায়ে করণীয়, বিএসটিআই থেকে অনুমোদন পাওয়ার ধাপসমূহ, বিএসটিআই এর কাজ ও সেবা সমূহ, বিএসটিআই লাইসেন্সের জন্য আবেদনের পূর্বে কি কি কাগজপত্রের প্রয়োজন, বিএসটিআই এর ফি নবায়ন, পরিশোধ পদ্ধতি ও আইনগত কার্যক্রম ইত্যাদি বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। এছাড়া ব্যবসায় আইনগত বিষয়সমূহ ও ব্যাংক হিসাব খোলার ধাপসমূহ নিয়ে অনুশীলনপর্ব সম্পন্ন করেন এসইপি-আইডিএফ এর ফিনান্স অ্যান্ড প্রকিউরমেন্ট অফিসার সোয়েবুল ইসলাম।

"ট্যুর গাইড" প্রশিক্ষণ আয়োজন

বান্দরবান জেলার ক্ষুদ্র-নৃ গোষ্ঠীর জীবন মান উন্নয়নের জন্য আইডিএফ এর সদস্য পর্যায়ে তাদের বেকার ছেলে মেয়েদের কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে "ট্যুর গাইড" প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। পিকেএসএফ এর অর্থায়নে এবং আইডিএফ এর বাস্তবায়নে ১২ দিন ব্যাপি "ট্যুর গাইড প্রশিক্ষণ" বিগত ০৬/০২/২২ইং তারিখে পাহাড়ি তুলা গবেষণা কেন্দ্র, বালাঘাটা, বান্দরবান এ শুরু হয়। উক্ত প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পিকেএসএফ এর অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব ড. জসীম উদ্দিন মহোদয়, প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বান্দরবান অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও সিনিয়র সহকারী কমিশনার জনাব সুরাইয়া আক্তার সুইটি মহোদয়, বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন আইডিএফ এর গভর্নিং বডির সদস্য প্রফেসর শহিদুল আমীন চৌধুরী মহোদয়, এছাড়াও সম্মানিত অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন পিকেএসএফ এর উপ-মহাব্যবস্থাপক (প্রশিক্ষণ) জনাব দীপেন কুমার সাহা, বান্দরবান জেলার সিনিয়র সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট জনাব মোঃ মামুনুর রশীদ, বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন এর ট্রাভেল এন্ড ট্যুরিজম প্রশিক্ষণ বিভাগের সম্মানিত প্রশিক্ষক জনাব এসএম মোজাহিদুল আলম, তুলা গবেষণা কেন্দ্র বান্দরবান এর প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা জনাব মংসানু মারমা, আইডিএফ এর বান্দরবান যোনের যোনাল ম্যানেজার জনাব মোহাম্মদ শহিদুল্লাহ। এতে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান সঞ্চালনার দায়িত্ব পালন করেন আইডিএফ বান্দরবান এরিয়ার এরিয়া ম্যানেজার জনাব তসলিম রেজভী। অতিথিরা বলেন পিকেএসএফ ও আইডিএফ এর এমন ব্যতিক্রমী উদ্যোগে পাহাড়ের বুকে নতুন স্বপ্ন ও সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছে। প্রধান অতিথি এই মহৎ উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে জেলা প্রশাসন থেকে সর্বোচ্চ সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করেন। উক্ত প্রশিক্ষণে ২০ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণের সুযোগ পেয়েছেন। ১৭/০২/২২ইং তারিখে ১২ দিনব্যাপী এ প্রশিক্ষণের সমাপনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রশিক্ষণার্থীদের ট্যুর গাইড প্রশিক্ষণের সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়।

"১১৫-তম নাচোল শাখা উদ্বোধন"

চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলাস্থ নাচোল উপজেলায় " ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (আইডিএফ)" এর ১১৫-তম নাচোল শাখা উদ্বোধন ও প্রথম ঋন বিতরণ অনুষ্ঠান বিগত ৩০/০৩/২০২২ইং বুধবার অনুষ্ঠিত হয়। শাখা ব্যবস্থাপক মোঃ মোকবুল হোসেন এর আয়োজনে এবং জনাব মোঃ শফীকুল ইসলাম, এরিয়া ম্যানেজার, নাটোর এরিয়া এর পরিচালনায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আইডিএফ এর রাজশাহী অঞ্চলের যোনাল ম্যানেজার জনাব বিজন কুমার সরকার। আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ শাহাদাৎ হোসেন, অধ্যক্ষ, পাঠশালা স্কুল ও কলেজ এবং মোসাঃ নাজনীন আক্তার, মহিলা কমিশনার (৪, ৫, ৬ নং ওর্য়াড), নাচোল পৌরসভা। এছাড়াও উক্ত অনুষ্ঠানে সদস্য ও তাদের পরিবারের অভিভাবকগণ উপস্থিত ছিলেন। আমন্ত্রিত অতিথি বর্গ অত্র এলাকার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে স্বচ্ছতা, সততা ও আন্তরিকতা দিয়ে সেবা প্রদানের আহবান জানান। এর পর প্রধান অতিথি প্রথম ঋন বিতরণ অনুষ্ঠানে নাচোল শাখায় ০৪ জন সদস্যকে ১,০৫,০০০/- টাকা ঋন বিতরণ করেন।

এক নজরে আইডিএফ এর কতিপয় কর্মসূচির অগ্রগতি জানুয়ারি - জুন, ২০২২

১. ঋণ কর্মসূচি

ক. ঋণ বিতরণ

ঋণের ধরণ	জানুয়ারি - জুন, ২০২২		জুন ২০২২ পর্যন্ত	
	টাকা (কোটি)	%	টাকা (কোটি)	%
বুনিয়াদ/অতিদরিদ্র	০.৬২	০.২২	১৭.০৫	০.৪৪
জাগরণ/RMC/UMC	৮২.০১	২৮.৭৮	২,১০৬.৭৬	৫৪.০১
অগ্রসর/ মাইক্রোএন্টারপ্রাইজ	১৪৫.২২	৫০.৯৭	১,২৬৯.৩৫	৩২.৫৪
সুফলন/মৌসুমী ঋণ	৩৩.৬০	১১.৭৯	৩৮৮.৯১	৯.৯৭
অন্যান্য	২৩.৫০	৮.২৫	১১৮.৯৮	৩.০৫
মোট	২৮৪.৯৪	১০০	৩,৯০১.০৪	১০০

খ. সদস্য সংখ্যা

বিবরণ	সংখ্যা (জানুয়ারি - জুন, ২০২২)	সংখ্যা (জুন ২০২২ পর্যন্ত)	বিবরণ	সংখ্যা
ভর্তি	১৯,৪২২	৬,১২,৮৩১	সদস্য সংখ্যা ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত	১,১৮,৯৩১
গ্রুপত্যাগ	১২,৯৩১	৪,৮৭,৪০৯	জুন ২০২২ পর্যন্ত	১,২৫,৪২২

২. সদস্য সুরক্ষা কর্মসূচি

সুরক্ষাসমূহ	জানুয়ারি - জুন, ২০২২			জুন ২০২২ পর্যন্ত		
	সুবিধাপ্রাপ্ত/সংখ্যা	টাকার পরিমাণ	%	সুবিধাপ্রাপ্ত/সংখ্যা	টাকার পরিমাণ	%
মৃত্যুজনিত (সদস্য/অভিভাবক)	২০৮	৬,৪৮৪,৯৮৭	৯০.১০	১১,৬০২	১১৬,৫৮৩,৭৭০	৫৭.১৩
চিকিৎসাসেবা	১৫৪৪	৫,৬৭,২৯৩	৭.৮৮	১২৯,৪৯৪	৮১,৬৯৩,৮৯২	৪০.০৩
প্রকল্পঝুঁকি	৬	১,৪৫,৫৯৩	২.০২	৭১২	৫,৭৮৫,৪১২	২.৮৪
মোট	১,৭৫৮	৭,১৯৭,৮৭৩	১০০	১৪১,৮০৮	২০৪,০৬৩,০৭৪	১০০

৩. স্বাস্থ্য কর্মসূচি

বিবরণ	জানুয়ারি - জুন, ২০২২		জুন ২০২২ পর্যন্ত	
	সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা (জন)	সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা (জন)
স্ট্যাটিক ক্লিনিক	৫৮০ টি	২,২৯৪ জন	৫,৬৪৬ টি	৪৯,৬৬৭ জন
স্যাটেলাইট ক্লিনিক	৬৬৪০ টি	২৯,২৭৭ জন	৮৭,০৯৭ টি	৮,১৯,২৭৩ জন
কাউন্সেলিং সেশন	৬১২১ টি	৭৪,৭৮৭ জন	৬২,৪৭৪ টি	৬,৯৭,১১৯ জন
বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ	২২৯৪ জন	৩,২১,৬৩৬ টাকা	৪৯,৬৬৭ জন	১,২২,৮৯,৬৪১ টাকা
টেলিমেডিসিন	১৪৫ দিন	২,৬৩১ জন	২,৩৭৯ দিন	৩৪,৪০৫ জন
ব্লাড গ্রুপিং ক্যাম্প	১০ টি	৬৮০ জন	১১৩ টি	৪,১১০ জন
গাইনী + মেডিসিন ক্যাম্প	১ টি	২১৫ জন	৮৭ টি	২৯,১৬৪ জন
চক্ষু ক্যাম্প	-	-	২৪ টি	১২,৩৫৪ জন
মিনি স্বাস্থ্য ক্যাম্প	৮ টি	৯৭০ জন	৮ টি	৯৭০ জন